গাজার জন্য মার্শাল পরিকল্পনার প্রস্তাব সৌদি যুবরাজের

সারে-জমিন

মিশনের পড়ুয়ারাই হল উজ্জ্বল নক্ষত্র: এম নুরুল ইসলাম

রূপসী বাংলা

নতুন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তান এখন কি করবে?

সম্পাদকীয়

হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধতাই মূল লক্ষ্য সংঘের: মোহন

সাধারণ

রবি আলোতেও ম্লান মহামেডান

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৪ ফাল্গুন ১৪৩১
১৮ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 47 ■ Daily APONZONE ■ 17 February 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

হাতে বেড়ি বেঁধে, পাগড়ি খুলে শিখ অভিবাসীর ফেরত পাঠাল আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত ১১৭ জন ভারতীয়কে শনিবার রাত ১১.৪০ মিনিটে অমৃতসর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। নির্বাসিতদের অভিযোগ, মার্কিন বিমান বাহিনীর দ্বিতীয় বিমান সি-১৭ গ্লোবমাস্টার-৩ বিমানে থাকা মহিলা ও নাবালক শিশুদের ছেড়ে দেওয়ার সময় তাদের হাত বাঁধা ও পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। উপরন্তু, শিখ যুবকদের পাগড়ি ছাড়াই নির্বাসিত করা হয়েছিল। ১১৭ জনের মধ্যে ৬৫ জন পাঞ্জাবের, ৩৩ জন হরিয়ানার, আটজন গুজরাটের, তিনজন উত্তরপ্রদেশের, দুজন করে গোয়া, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের এবং একজন করে হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু ও কাশ্মীরের।

বহিষ্কৃত অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে চার নারী ও দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে, যাদের মধ্যে ছয় বছর বয়সী একটি মেয়ে ও ১০ বছর বয়সী একটি ছেলে এবং ১১২ জন পুরুষ রয়েছে। বহিষ্কৃতদের বেশিরভাগেরই বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সূত্রের খবর, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স, ইমিগ্রেশন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার পর নির্বাসিতদের খাবার দেওয়া হয়। রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ পঞ্জাব পুলিশ পঞ্জাব থেকে আসা

অবৈধ অভিবাসীদের তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। হরিয়ানা সরকার পুলিশ বাস পাঠিয়ে রাজ্য থেকে নির্বাসিতদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থাও করেছিল। কয়েকটি পরিবার তাদের সন্তানদের নিতে বিমানবন্দরে এসেছিল, তাই তাদের আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি এবং ফিরে যেতে বলা হয়েছিল।

নির্বাসিতদের মধ্যে থাকা হোশিয়ারপুরের কুরালা কালান গ্রামের দলজিৎ সিং দাবি করেছেন যে যাত্রাপথে তাদের হাতকড়া পরানো হয়েছিল এবং তাদের পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমাদের পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল, হাতও বাঁধা ছিল।

ফিরোজপুরের চান্ডিওয়ালা গ্রামের সৌরভ বলেন, আমাদের হাতকড়া পরিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে বিমানে তোলা হয় এবং ফেরত পাঠানো হয়। তারা আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছে এবং আমাদের অপমান করেছে।

একই নামে দুটি ট্রেন ঘিরে বিপত্তি, জানাল দিল্লি পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, 'প্রয়াগরাজ' নামের একই নামের দুটি ট্রেন এবং তাদের মধ্যে একটির নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসার ঘোষণায় বিভ্রান্তি ছড়ায়, যার ফলে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়াগরাজ স্পেশাল ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর ঘোষণায় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায় কারণ একই নামের আরেকটি ট্রেন প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস ইতিমধ্যেই ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছিল। যে যাত্রীরা ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাদের ট্রেনে পৌঁছাতে পারেননি তারা ভেবেছিলেন যে এটি ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছে। শেষ মুহূর্তের আতঙ্ক ও ভারী মালপত্র বোঝাই লোকজনের এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতের জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দিল্লি পুলিশের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, কোনও প্ল্যাটফর্ম বদলানো হয়নি ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানের ফুটওভার ব্রিজে এক যাত্রী পড়ে যান। এর ফলে তাঁর পিছনে থাকা অন্যরা হোঁচট খায়া ফলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি-র বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা

জোর সওয়াল করলেন কপিল সিব্বাল

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি লড়াই চলছে কারণ ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) এর বিরুদ্ধে পাঁচটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছে নৈনিতাল হাইকোর্টে, যা ২৭ শে জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী এই আইনের বৈধতার বিরোধিতা করছে, দাবি করছে যে এটি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত আইনকে ক্ষুণ্ণকরে।

নৈনিতাল হাইকোর্ট ১ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট সমস্ত আবেদনের শুনানির দিন ধার্য করেছে, যাতে পক্ষগুলিকে তাদের যুক্তিতর্ক প্রস্তুত করার জন্য ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। পিটিশনে বলা হয়েছে, ইউসিসি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যা ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি জি নরেন্দর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণায় ইউনিফর্ম সিভিল কোডের (ইউসিসি) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের বিচারিক আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে তারা ইউসিসির অধীনে গৃহীত পদক্ষেপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এতদ্বারা তাদের অভিযোগগুলি আদালতে আনতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ইউসিসিকে যারা চ্যালেঞ্জ করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের (জেইউএইচ) নৈনিতাল জেলা সভাপতি মুকিম, হরিদ্বারের তাজিম আলী, মাল্লিতাল নৈনিতালের শোয়েব আহমেদ, দেরাদুনের মোহাম্মদ শাহ নজর, আবদুল সাত্তার এবং মুস্তাকিম হাসান। সাম্প্রতিক শুনানির পাশাপাশি, মুসলিম সেবা সংগঠনের সভাপতি নইম আহমেদ কুরেশিও ইউসিসির বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। অ্যাডভোকেট আরুশি গুপ্ত ইউসিসির নির্দিষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করায় আইনী লড়াই আরও তীব্র হয়। মাত্র কয়েকদিন আগে, ভীমতলের সুরেশ সিং নেগি লিভ-ইন সম্পর্ক সম্পর্কিত ইউসিসির বিধিগুলির বিরোধিতা করেছিলেন, যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষকে প্রতিফলিত করে।

প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল বেঞ্চের সামনে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, আইনসভার তালিকার তৃতীয় এন্ট্রির অধীনে ইউসিসি বাস্তবায়নের ক্ষমতা কোনও প্রাদেশিক সরকারের নেই। কপিল সিব্বল বলেন, সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদেও কোনও প্রাদেশিক সরকারকে এই ধরনের আইন প্রণয়নের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে ইউসিসি সংবিধানের ১৪, ১৯, ২১ এবং ২৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং আদালতকে এর বাস্তবায়নের উপর স্থগিতাদেশ আরোপের আহ্বান জানান। জবাবে উত্তরাখণ্ড সরকারের আইনজীবী সিব্বলের আবেদনের বিরোধিতা করেন ও জবাব দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চান। রাজ্য সরকারকে সেই অনুযায়ী জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

দিল্লিতে পদপিষ্ট: দুঃখ প্রকাশ করে অব্যবস্থার অভিযোগ মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এই জাতীয় ঘটনা রোধে আরও ভাল পরিকল্পনা ও ভিড় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, দিল্লিতে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি সতর্ক পরিকল্পনা এবং পরিচালনার গুরুত্বকে তুলে ধরে, বিশেষত যখন নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টি আসে। মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের সঙ্কট নয়, যথাযথ সমর্থন ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। এ ধরনের যাত্রা যাতে নিরাপদ ও সুসংগঠিত হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

রাত ১০টা নাগাদ মহা কুম্ভ ২০২৫ উৎসবে হাজার হাজার ভক্ত যখন প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড় হয়। আরএমএল হাসপাতাল সূত্রে খবর, পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের দেহ দিল্লির ড. রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। আরএমএল হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ অজয় শুক্লা জানিয়েছেন, আমরা পাঁচটি মৃতদেহ পেয়েছি, একজন ২৫ বছর বয়সী পুরুষ এবং চারজন মহিলা, তিনজনের বয়স ত্রিশের কোঠায় এবং একজনের বয়স ৭০ বছরের মধ্যে। চারজনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পদপিষ্ট হয়ে যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই হাতের নিচের অংশে আঘাত লেগেছে। দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৫ জন চিকিৎসকের একটি দল বর্তমানে আহত রোগীদের দেখভাল করছেন।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!

মেয়েদের নার্সিং স্কুল

এখন

ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

মধ্যপ্রদেশে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু কালুখালির পরিযায়ী শ্রমিকের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম সামিম আখতার (২৭)। শনিবার মধ্যপ্রদেশের ডাবরা এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার কালুখালি কুলগাছি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন সামিম আখতার। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছুদিন আগেই এক ঠিকাদারের অধীনে রেলের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। শনিবার কাজ চলাকালীন, আচমকাই একটি ট্রেন সেই ট্র্যাকে ঢুকে পড়ে। নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সামিমের। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চ। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, "খবর নিয়ে জেনেছি, যখন রেল ট্র্যাকে কাজ চলছিল, তখন শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অন্তত লাল পতাকা টাঙিয়ে সাবধান করা উচিত ছিল, যা করা হয়নি। এর ফলেই এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল।"
রবিবার রাতে সামিম আখতারের মরদেহ ভগবানগোলার কুলগাছিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্ত্রী। স্থানীয়দের দাবি, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা না ঘটে।

বেআইনি পুকুর ভরাট রুখলেন বিধায়ক মাজি

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: আমতায় বেআইনি পুকুর ভরাট রুখল উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. নির্মল মাজি।জানা গেছে,উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতা সুপার মার্কেটের বিপরীতে প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের কাজ করছে কয়েকজন সমাজবিরোধী।এই খবর যায় ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজির কাছে।খবর পাওয়া মাত্রই শনিবার রাতেই সটান হাজির হয়ে বিধায়কের উদ্যোগেই শুধুমাত্র পুকুর ভরাট রোখাই নয়,বরং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুকুরের পুনঃসংস্করণের কাজ শুরু করালেন তিনি।এ প্রসঙ্গে বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজি জানান,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন,বেআইনিভাবে কোথাও কোনও ভাবেই পুকুর ভরাট করা যাবেনা।তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক আমরা উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের দলের সমস্ত নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে এসে আমতার সুপার মার্কেটের বিপরীতে পুকুর ভরাট রোখার পাশাপাশি ওই পুকুরের পুনঃসংস্করণের কাজ শুরু করালাম।এছাড়াও আগামীদিনে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বুকে এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হবে।বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।।এদিনের এই পুকুর ভরাট রোখা অভিযানে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুভদীপ সাহা, তুষার কর সিনহা,উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মণ্ডল,সহ:সভাপতি রুহুল আমিন খান প্রমুখ।

অভিভাবক হয়ে অনাথ মেয়ের বিয়ে দিলেন কান্দি থানার আইসি

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: রবিবার দুপুরে কান্দি থানার ক্যাম্পাসের মধ্যে জাঁকজম করে এক অনাথ মেয়ের অভিভাবক হয়ে এক মুসলিম মেয়ের বিয়ে দিলেন কান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত আই,সি মিনাল সিনহা। জানা যায় ১০-১২ দিন আগে খরগ্রাম থানার খরগ্রাম সাদল গ্রাম পঞ্চায়েতে সুরখালি এলাকার সারজিনা খাতুন নামের অনাথ মেয়ের বিয়ের জন্য দোকানে দোকানে সাহায্য চাইছিলেন এক ব্যক্তি। কান্দি থানার পুলিশের নজরে আসলে তাকে ডেকে পাঠায় কান্দি থানার আই,সি। সেই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে জানতে পারেন একটি অনাথ মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য চাইছিলেন দোকানে দোকানে এই কথা জানতে পেরে অভিভাবক হয়ে সম্পূর্ণ বিয়ের দায়িত্ব নেন কান্দি থানার আই,সি।
বিয়েতে উপহারস্বরূপ দিলেন খাট বিছানা আসবাবপত্র আলমারি শোকেস টিভি ফ্রিজ সোফা ও পাঁচটি সোনার গহনা। এছাড়াও সকালে জল খাবারে কচুরি, ডিম, আলুর দোম, রসগোল্লা, জলোযোগ ও দুপুরের মধ্যাহ্নে জলের বতল, বেগুনি, সেলাড,সাদা ভাত, মুগডাল, আলুভাজা,ইচোর চিংড়ী খাসির মাংস, আনারসের চাটনি, পাপর,ছানাবড়া, রসগোল্লা, আইসক্রিম, মিঠাতা মিস্টি পান, খাবারের আয়োজন করেছেন। সূত্রের খবর- শাহজিনা খাতুনে যখন চার বছর বয়স তখনই তার মাকে হারান তারপর থেকেই তার বাবা ভিক্ষা করে তাদের সংসার চালাতেন সারজিনাকে নিয়ে। তিনিও বিগত তিন - চার বছর আগে মারাযায়। তার পরথেকে মেয়ের পসি তাকে দেখাশোনা করে। এবং এক মাস আগে মেয়ের পরিবার থেকে বিয়ে ঠিক করেণ কিন্তু সেই বিয়ে টাকার অভাবে দিতে পারছিলেন না।

আল-আমীনের খলিসানি শাখায় পুনর্মিলন উৎসবে স্মরণ মরহুম আকবর হোসেনের

ব্যর্থতা নতুন নতুন পথ খুলে দেয়: বিডিও প্রিয়াংশা গর্গ
মিশনের পড়ুয়ারাই হল উজ্জ্বল নক্ষত্র: এম নুরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এ বছর রাজ্যের অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল আমীন মিশনের কৃতি সংবর্ধনা ও প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাস থেকে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে থেকে শুরু হওয়া সেই অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে আল আমীন মিশনের অন্যান্য ক্যাম্পাসেও। আল-আমীন মিশনের খলিসানি শাখায় রবিবার এধরনের এক কৃতি সংবর্ধনা ও প্রাক্তন পড়ুয়াদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যেমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সংক্ষিপ্তভাবে মিশনের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস তুলে ধরেন। মিশনের বিকাশের ক্ষেত্রে পড়ুয়ারাই উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আজকের অনুষ্ঠানে দু-জন আইএএস অফিসারের উপস্থিতিকে এই শাখার ছাত্রদের জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উভয় আইএএস অফিসারের সাফল্যের যাত্রাপথের গল্প আমাদের সকলের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শাখা গড়ে ওঠার পেছনে এলাকার ভূমিপুত্র আন্তর্জাতিক স্তরের উদ্যোগপতি মরহুম সেক আকবর হোসেনের বড় পৃষ্ঠপোষকতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের বিডিও প্রিয়াংশা গর্গ, আইএএস জানান এখানে উপস্থিত হয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা কেবল পরীক্ষায় তোমাদের সাফল্যের উদযাপন করছি না, স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করছি। তিনি তার নিজের জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরে বলেন ব্যর্থতা নতুন নতুন পথ খুলে দেয়। আমার নিজের সাফল্য থেকে এটাই শিখেছি, এটা মনে রাখতে হবে আমাদের কোনও ব্যর্থতাই চিরস্থায়ী নয়। তিনি বলেন, পিতামাতা, শিক্ষক এবং মেন্টরদের শ্রদ্ধা করতে হবে। আল-আমীন মিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানের অপর আইএএস অফিসার ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোনয়ন দপ্তরের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মহম্মদ সুবুর খান। তিনি ইউপি ও দিল্লিতে পড়াশোনা করেছেন। তিনিও প্রাথমিক পর্বে তার ব্যর্থতার কাহিনী তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একবার দুবার ব্যর্থ হলেই লড়াই শেষ হয়ে যাবে না। তোমার লক্ষ্য যদি স্থির ও দৃঢ় হয় তাহলে সাফল্যের পথ দূরে থাকে না। এক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা খুবই জরুরি। তাঁর ইংরেজিতে বলা বাক্য, 'সাকসেস ইস এক্সসেপশন, ফেলিয়োর ইজ নর্ম' ছাত্রদের উজ্জীবিত করে তোলে। মিশনের শিক্ষা প্রচেষ্টাকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. দীপেশ মজুমদার বলেন, আজকের দুনিয়ার অগ্রগতিতে দুটি বড় বিষয় জরুরি- স্কিল ও নলেজ। তিনি জানান, কাজ করতে গিয়ে মিস্ত্রি ও কারিগরদের কাছ থেকেও বহু বিষয় শিখেছেন। মিশনের জনপ্রিয় নিট ফ্যাকাল্টি নাজরে হোসেন বলেন, প্রায় ১৩/১৪ বছরের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একজন এম.ডি চিকিৎসক হন। তার হৃদয় সহানুভূতিশীল না হয়ে কঠোর হলে তার কাছে মানুষের সুচিকিৎসা পাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে এই শাখার মেডিকেলে সফল ছাত্রদের বিভিন্ন অতিথিদের দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। বর্তমানে দক্ষিন আফ্রিকার কেপটাউনে কমার্শিয়াল পাইলট হিসেবে কর্মরত মিশনের প্রাক্তন ছাত্র রবিউল মল্লিককেও সংবর্ধিত করা হয়। মিশনের স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন ২০২৪ সালে মিশনের নিটের সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই বছর প্রথমবার মিশনের ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এইমস-এ ভর্তি হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খলিশানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আশুরা বেগম, উপ প্রধান নিরুপমা মণ্ডল, সমাজসেবী আজিজুর রহমান, সেখ হাসিবুর রহমান, সেখ আনোয়ার আলি, মিশন পরিবারের পক্ষে মহ. আলমগীর বিশ্বাস, সেখ মোমিনুর রহমান, জাহির আব্বাস, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ। সুদূর লন্ডন থেকে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে ভিডিওবার্তায় শুভেচ্ছা জানান মরহুম সেখ আকবর হোসেনের পুত্র সেখ আরিফ হোসেন। অভিভাবক অভিভাবিকা, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র ছাড়াও মিশনের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপন ঘোষণা করেন মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, মরহুম সেখ আকবর হোসেন গগনচুম্বী সাফল্য পেয়েও নিজের জন্মভূমিকে ভোলেননি। মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অন্ধকার দূর করতে সহায়ক হতে পারি। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন খলিশানি শাখার সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখ আনিসুর রহমান ও মিশনের প্রাক্তনী শাহনওয়াজ আহমেদ গাজী।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অর্থ বরাদ্দ সাধারণ মানুষের জয়: সাংসদ দেব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পরেই, প্রথম ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান ডিস্ট্রিক্ট মনিটারিং কমিটির মিটিং শুরু হল রবিবার ঘাটাল টাউন হলে। এদিনের এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া, সেচ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনীষ জৈন, ঘাটাল লোকসভার সাংসদ দীপক অধিকারী, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি, জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা ।
এছাড়া ছিলেন বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা এবং সাব কমিটির সদস্যরা।
সাংসদ দেব বলেন, ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান রূপায়ন করার শর্তে তিনি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রাজ্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এই লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নয় ঘাটালের মানুষের জয় এবং প্রার্থনার জয়। তিনি সাংসদ হিসেবে মাস্টার প্ল্যানের জন্য যা বলার তা বলেছেন। মাস্টার প্ল্যানের জন্য জমি প্রয়োজন। উপযুক্ত মূল্য দিয়েই জমি নেওয়া হবে বলে তিনি বলেন। এই বিষয়ে কোনো রকম ভাবেই যেন জমি দাতাদের ভুল বোঝানো না হয়। ৮০ র দশকে বামফ্রন্ট সরকারের সেচ মন্ত্রী প্রভাস ঘোষ মাস্টার প্ল্যানের শিল্যানাস করলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেও মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত হয়নি।
এবারের রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবার পর খুব শীঘ্রই শিলান্যাস হবে।
মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করবেন বলে জানা গিয়েছে।
গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশন অনুমোদিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রকল্প অনুযায়ী কাজ হবে।২০১৫ সালের সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী আটটি ব্লকের কথা উল্লেখ আছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পে।
খাল সংস্কার, নদীর জল বহন ক্ষমতা বাড়ানো, সুইস গেট তৈরি, পাম্প হাউস তৈরি হবে।প্রথম পর্যায়ে ৮টি ব্লক এবং দুটি পুরসভা প্রকল্পের অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। শিলাবতী নদীতে পাঁচ কিলোমিটার রিটেনিং দেওয়াল ও রেগুলেটর তৈরি হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন এবং দুই মেদিনীপুরের ১৫৭৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা উপকৃত হবে।

সাংসদ কোটার টাকায় রাস্তা নির্মাণ, পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিলেন শতাব্দী

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: নিজের প্রচেষ্টায় এলাকার মানুষের যাতায়াতের জন্য যেমন রেলের জায়গার উপর রাস্তার অনুমোদন করে দিয়েছেন। সেই রাস্তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার জন্যও এলাকার মানুষকে সতর্ক করলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। তিনি বলেন রাস্তার উপর কেউ খড়,ইট,বালি, পাথর ফেলে রাখবেন না। এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আপনাদের। এলাকা পরিষ্কার থাকলে আপনারা সুস্থ থাকবেন। এলাকা ভালো থাকবে। রবিবারের দিন দুপুরে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে কুমারসান্ডা গ্রামে একটি সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
কারণ লোহাপুর বাজার থেকে মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী মোড়গ্রাম পর্যন্ত রেল লাইন বরাবর ৭ কিলোমিটার রাস্তা রেলের কাছ থেকে পাকা রাস্তা অনুমোদন করে এনে দেওয়ার জন্য এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মধ্যে এটি অন্যতম। এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য এলাকাবাসীকে কখনো পোলিও বয়কট করতে হয়েছে তো আবার কখনো রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনকে হাতিয়ার করেছিলেন এলাকাবাসী। শেষ পর্যন্ত রেলের কাছ থেকে সেই রাস্তা পাকা করার অনুমোদন করে আনেন চতুর্থ বারের সাংসদ শতাব্দী রায়। সেই খুশিতে ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে সম্মান জানানোর পাশাপাশি শতাব্দী রায়কে একটি মানপত্রও তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এদিন শতাব্দী রায় এলাকায় এসে গোকুলপুর গ্রামে তার সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক কিলোমিটার রাস্তা উদ্বোধনও করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাঁসনের বিধায়ক অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা ত্রিদিব ভট্টাচার্য , নলহাটি ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল সভা নেত্রী চন্দ্রানী দত্ত, নওয়াপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান রিপন শেখ সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

জলের অভাবে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি নষ্ট, বিক্ষোভ কৃষকদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সেচ দফতরের গাফিলতির অভিযোগ কৃষকদের, জলের অভাবে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি নষ্ট। প্রতিবাদে সোনামুখীর নফরডাঙ্গায় রাস্তা অবরোধ কৃষকদের, ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ।
বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের মহেশপুর, রাউতোড়া, গোবিন্দ বাটি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে বোরো ধানের চাষ করেছি কৃষকরা ডিভিসি সেচ চ্যানেলের ছাড়া জলে। সেচ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বোরো চাষের জন্য ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জল ছাড়া হবে ক্যানেলে। কিন্তু কৃষকদের অভিযোগ ধান চাষের সময় জল ছাড়লেও ধান রোপনের পর ১০ থেকে ১৫ দিন কোনরকম জল দেওয়া হয়নি। যার ফলে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়েছে, মরে গিয়েছে ধানের চারা। কৃষকরা জানাচ্ছেন কেউ মহাজনের কাছে ঋণ করে কেউ বা জমি ভাগে নিয়ে চাষ করেছেন। শেচ দপ্তরের খামখেয়ালী পানায় চরম সংকটে পড়েছে কৃষকরা। বাধ্য হয়েই আজ তারা প্রথমে ধানের জমিতে বিক্ষোভ পরে সোনামুখী দুর্গাপুর সড়ক অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনাস্থলে সোনামুখী থানার পুলিশ এলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় কৃষকরা। বিক্ষোভের জেরে সোনামুখী দুর্গাপুর সরকে ব্যাপক যানজট।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

জামে মসজিদের পাশে হাইমাস্ট লাইটের সূচনা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কথা দিয়েছিলেন কথা রাখলেন। গত বছর হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বসতপুর গ্রামে জালসায় গিয়ে জামে মসজিদের পাশে হাইমাস্ট লাইট বসিয়ে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। এবছর জালসার ঠিক তিনদিন আগে রবিবার ফিতা কেটে হাইমাস্ট লাইটের শিলান্যাস করলেন তিনি। খুশি এলাকার মানুষ। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দে সেই হাইমাস্ট লাইট বসানো হবে বলে জানান রবিউল। কর্মাধ্যক্ষ নিজের হাতে কোদাল দিয়ে মাটি খনন করে হাইমাস্ট লাইটের ভিত্তির সূচনা করলেন। গ্রামবাসীরা তাই রবিউলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ির পরিবারের পাশে কাজল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত দুই দিন আগে দুবরাজপুর ব্লকের পারুলিয়া পঞ্চায়েতের শংকরপুর গ্রামের খগেন অংকুরের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে কোনো ক্রমে বেঁচেজান পরিবারের সদস্যগণ। উক্ত ঘটনার কথা সমাজসেবী প্রিয়নীল পাল এবং আমিন নাসিদের সমাজমধ্যমের পোস্ট থেকে ছাড়িয়ে পড়ে। সেই সূত্র ধরেই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ তাদের সাথে যোগাযোগ করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং আগুন ভস্মিভূত পরিবারের হাতে প্রাথমিক সহযোগিতা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে এদিন রবিবার জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ নিজেই স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে পরিবারটির সাথে দেখা করতে শংকরপুর গ্রামে পৌঁছে যান। আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা,ওষুধ থেকে শুরু করে চাল,ডাল এবং আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে কার্তুজ সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ বাংলা ঝাড়খন্ড সীমান্তে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। আবারও বড়সড় সাফল্য পেলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এবার একটি দেশী পিস্তল এবং দুটি কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ঝাড়খন্ডের পাকুরের এক যুবক। শনিবার রাতেই সামশেরগঞ্জ থানার বাংলা ঝাড়খন্ড সীমান্ত চাঁদপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম রফিকুল সেখ। তার বাড়ি ঝাড়খন্ডের পাকুড়। রবিবার তাকে জঙ্গিপুরের বিশেষ আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। আগ্নেয়াস্ত্র গুলো কোথা থেকে নিয়ে এসে কোথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ধৃত যুবক তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবোপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে দেশি পিস্তল সহ যুবককে গ্রেপ্তার করায় পুলিশের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ।

ফের বোমা উদ্ধার মাড়গ্রামে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ক্যানেল পাড়ের ঝোপ থেকে এক বালতি তাজা বোমা উদ্ধার করল মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। রবিবার সকালে বীরভূমের মারগ্রাম থানার অন্তর্গত কালুহা জিপির মহুল্লাপাড়া গ্রামের নিকট তপনের ক্যানাল মোড় সংলগ্ন একটি ঝোপের মধ্যে এক বালতি তাজা বোমা দেখতে পায় স্থানীয়রা , আর সেই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মারগ্রাম থানার পুলিশ প্রশাসন। তারপর থেকেই বোমা গুলিতে পাহারায় রেখেছে মারগ্রাম থানার পুলিশ । তবে কে বা কারা এই ক্যানেল পাড়ে ঝোপের মধ্যে বোমা গুলি রেখে গিয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম হলেন শেখ আব্দুল রহমান আল হুদাইফি

আপনজন ডেস্ক: মদিনার পবিত্র মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শেখ আব্দুল রহমান আল হুদাইফি।পাশাপাশি এই মসজিদের কোরআন তেলাওয়াত প্রোগ্রামের সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে শেখ ইব্রাহিম আল-আকবারকে। পবিত্র কাবা ও মসজিদে নববীর রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষের বরাতে দুই পবিত্র মসজিদবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইনসাইড দ্য হারামাইন' শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছে। সুপরিচিত এই ইসলামিক ব্যক্তি এত দিন মসজিদে নববীর খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
এ ছাড়া মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে তৈরি প্রথম মসজিদ মসজিদে কুবায় ইমামতি করেছেন তিনি। মদিনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক আইনশাস্ত্র ও তাওহীদের লেকচারার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার।
শেখ আব্দুল রহমান আল হুদাইফি সৌদির নাগরিক এবং তিনি সুমধুর কোরআন তেলাওয়াতের জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়া মদিনায় কোরআন ছাপানোর দায়িত্বে থাকা কমিটির অন্যতম সদস্যও তিনি।
শেখ আব্দুল রহমান ১৯৪৭ সালের ২২ মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শেখ মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আল-হুদাইফির তত্ত্বাবধানে তিনি কোরআন হেফজ বা মুখস্ত করেন। এরপর ১৯৭৫ সালের দিকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি মিসরের বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করেন।

যে কারণে পুরুষের একা প্রবেশ নিষিদ্ধ করল জাপানের এক চিড়িয়াখানা

আপনজন ডেস্ক: পরিবার ছাড়া পুরুষ একা একা আর চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করতে পারবেন না। এমন নির্দেশনা দিয়েছে জাপানের কান্টো অঞ্চলের তোচিগি প্রিফেকচারে অবস্থিত 'হিলিং প্যাভিলিয়ন' নামে এক চিড়িয়াখানা। খবর সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের।
নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন চিড়িয়াখানার প্রধান মিসা মামা। তিনি জানিয়েছেন, নারী দর্শকরা বেশ কয়েকবার যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানিয়েছেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে। আর সব ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত হলেন পুরুষ দর্শক, যারা পরিবার ছাড়া একা চিড়িয়াখানায় ঘুরতে এসেছিলেন।
'হিলিং প্যাভিলিয়ন' নামক ওই চিড়িয়াখানায় পশুপাখিকে স্পর্শ করা যায়। তাদের সঙ্গে সময় কাটানো যায়।
কুকুর, বিড়াল, ভেড়াকে নিজের হাতে খাওয়ানো যায়। এভাবে মানুষজনের মানসিক, শারীরিক সমস্যা নিরাময়ের চেষ্টা হয় এই চিড়িয়াখানায়। গত বছর মার্চে সেটি খুলেছিল। দর্শকরা চাইলে নিজেদের পোষ্য নিয়েও যেতে পারেন সেখানে।
এই চিড়িয়াখানার প্রধান মিসা সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, এবার থেকে আর পুরুষরা একা এলে সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। সঙ্গে পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবীরা থাকলে প্রবেশ করা যাবে।
মিসা জানিয়েছেন, শুধু নারী দর্শক নন, তিনিও হেনস্থার শিকার হয়েছেন একা আসা পুরুষদের দ্বারা। কখনো নারীদের উদ্দেশে ছোড়া হয়েছে কুমন্তব্য।
মিসার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সামাজিকমাধ্যমে। কয়েকজন নারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে দাবি করেছেন। কয়েকজন পুরুষ সামাজিকমাধ্যমে লিখেছেন, অনেকেই একা পশুপাখির সঙ্গ উপভোগ করতে যান। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের কারণে তা আর হবে না।

গাজার জন্য মার্শাল পরিকল্পনার প্রস্তাব সৌদি যুবরাজের

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা 'দখল' ও ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন সৌদি আরবের প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল।গাজা উপত্যকার জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন মার্শাল পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় সাবেক এই সৌদি গোয়েন্দা প্রধান ট্রাম্পের প্রস্তাবকে 'অকার্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং এর পরিবর্তে ওয়াশিংটনকে গাজার পুনর্গঠনে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে গাজাবাসীদের তাদের মাতৃভূমিতে থাকতে দেওয়ার অনুমতিও দিয়েছেন। আল আরাবিয়া নিউজের হ্যাডলি গ্যাম্বলকে এক সাক্ষাৎকারে প্রিন্স তুর্কি বলেছেন, 'জায়গাটি বিকল্পে পরিপূর্ণ। আরব শান্তি উদ্যোগ রয়েছে। এটি একটি দারুণ বিকল্প যা ইসরাইল ও তার আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে সংঘাতের চূড়ান্ত সমাপ্তি বিবেচনা করবে। ' তিনি আরও বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে যে মার্শাল পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা গাজার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। আমেরিকা পুরো মহাদেশ পুনর্নির্মাণ করেছে। জনগণ তাদের জায়গায় থেকেছে, তারা এটি নির্মাণের জন্য ইউরোপীয়দের ইউরোপ থেকে সরিয়ে নেয়নি। ' ট্রাম্প গাজা 'দখল' করে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করার কয়েকদিন পরই তিনি এমন প্রস্তাব দিলেন। চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা 'দখল' করে এটিকে পুনর্নির্মাণ ও 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা' তৈরির ঘোষণা দেন। তার প্রস্তাবের লক্ষ্য ফিলিস্তিনিদের অন্যত্র পুনর্বাসিত করা।

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক সৌদি আরবে হওয়ার কথা কেন উঠল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের পথ খোঁজার জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সৌদি আরবে বৈঠক করতে পারেন তিনি। এরপর অনেকের মনেই প্রশ্ন এসেছে, তিনি কেন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে উপসাগরীয় দেশটিকে বেছে নিলেন। তিনি বৈঠকের নির্দিষ্ট তারিখ জানাননি, তবে এটি শিগগিরই হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এমনকি সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানও এতে অংশ নিতে পারেন বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলার কয়েক ঘণ্টা পর ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেছেন। সৌদি আরব এক বিবৃতিতে ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপ ও দেশটিতে সম্ভাব্য শীর্ষ সম্মেলনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৌদি আরব তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।'
নিরপেক্ষ স্থান
আসন্ন ট্রাম্প-পুতিন সম্মেলনের জন্য চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশ আয়োজক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে মধ্যপ্রাচ্য ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট পল সেলেম মনে করেন, 'ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের জন্য সৌদি আরব একটি যৌক্তিক পছন্দ, কারণ এটি নিরপেক্ষ ভেন্যু।'
তিনি ব্যাখ্যা করেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপের কঠোর অবস্থানের কারণে কোনো ইউরোপীয় দেশে এই বৈঠক আয়োজন সম্ভব নয়।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক খাত্তার আবু দিয়াব বলেন, 'ঐতিহ্যগতভাবে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে জেনেভার মতো স্থান বেছে নেওয়া হতো। তবে রাশিয়ার সঙ্গে সুইজারল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবার বিকল্প হিসেবে সৌদি আরবকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
তিনি আরো জানান, সৌদি আরব পুতিনের সঙ্গে সফলভাবে পারস্পরিক স্বার্থ ও আস্থার ভিত গড়ে তুলেছে এবং দেশটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সদস্য নয়, যা পুতিনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
এতে পুতিনের সেখানে গেলে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নেই। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইউক্রেন যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
বিশ্লেষকদের মতে, সৌদি আরবে গেলে পুতিনের গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নেই।
সম্প্রতি রিয়াদের মধ্যস্থতায় এক বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে রাশিয়া তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আটক থাকা মার্কিন শিক্ষক মার্ক ফোগেলকে মুক্তি দেয়।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফের মতে, মার্ক ফোগেলের মুক্তিতে সৌদি যুবরাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
সৌদি আরব আগে থেকেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে একাধিকবার স্বাগত জানিয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এ উদ্দেশ্যে দেশটি জেদ্দায় একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল, যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বন্দি বিনিময়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সৌদি আরব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং উভয় দেশের আস্থা অর্জন করেছে।
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে পুতিনের রিয়াদ সফরের সময় সৌদি যুবরাজ তাকে 'সরকারিভাবে ও জনগণের কাছে সৌদি আরবের বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি' বলে অভিহিত করেন।
উপসাগরীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক আবদুল্লাহ বাবুদ মনে করেন, ওমান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো সৌদি আরবও বিভিন্ন ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে চায় এবং নিজেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।
বাবুদ মনে করেন, ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক আয়োজন করে সৌদি আরব কূটনৈতিক সুবিধা পেতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থে রিয়াদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর বিনিময়ে আসতে পারে।
এর মধ্যে অন্যতম হতে পারে আব্রাহাম চুক্তিতে স্বাক্ষর, যে চুক্তি চারটি আরবদেশ ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে।
অন্যদিকে পল সেলেমের মতে, ট্রাম্প অর্থনৈতিক, আর্থিক, বিনিয়োগ ও কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্পর্ক আরো মজবুত করতে চান। তিনি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি-ইসরায়েল চুক্তির জন্য কাজ করতে আগ্রহী।

ইরানে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের পর গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: ইরানে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের পর কয়েকজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ইরানি কতৃপক্ষ জানিয়েছে, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র হত্যার ঘটনায় বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়। তেহরান থেকে বুধবার মিডিয়ার খবরের বরাত দিয়ে এএফপি জানায়, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের কাছে ডাকাতদের হাতে ১৯ বছর বয়সী ছাত্র আমির মোহাম্মদ খালেগি নিহত হন। ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গীর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন, 'অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'
ফারসি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শনিবার খালেগিকে তার নিজ শহরে দাফন করা হয়েছে। শুক্রবার বিক্ষোভে কয়েক ডজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী জড়িত হয়।
হাম মিহান দৈনিকের ওয়েবসাইটে জানানো হয়, সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তা বাহিনী হস্তক্ষেপ করার পর উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।
বিজ্ঞানমন্ত্রী হোসেইন সিমাই সররফ বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের পর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ব্যবস্থাপনার প্রধান পদত্যাগ করেছেন। বিক্ষোভের পর শিক্ষার্থীদের গ্রেফতারের খবরও অস্বীকার করেছেন মন্ত্রী।
সরকারি বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ 'জরুরি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত' করার নির্দেশ দিয়েছেন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মাহসা আমিনির হেফাজতে মৃত্যুর পর ইরানে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার দু'বছরেরও বেশি সময় পর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইরানের কঠোর ইসলামী পোশাকবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতারের তিন দিন পর ওই তরুণীর মৃত্যু হয়।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের পরানো 'অপমানজনক' পোশাক পোড়াল ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: কারাগার থেকে আরও ৩৬৯ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শনিবার টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাস তিন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। এরপর কারাগার থেকে ৩৬৯ বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। এদিকে, মুক্তি পাওয়ার পর ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের পরানো 'অপমানজনক' পোশাক

পুড়িয়ে ফেলেছেন ফিলিস্তিনিরা। মূলত মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের ইহুদি পরিচয় ও ইহুদি ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক ডেভিডের তারা এবং আরবি ভাষায় 'আমরা ভুলব না বা ক্ষমা করব না' লেখা শার্ট পরতে বাধ্য করেছিল ইসরায়েল। মুক্তির পর নিজ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইরানকে মোকাবেলা করবে'

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রবিবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে 'কাজ শেষ করবে'। জেরুজালেমে সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।
নেতানিয়াহু বলেন, 'গত ১৬ মাসে ইসরায়েল ইরানের সন্ত্রাসী অক্ষের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছে।
প্রেসিডেন্ট (ডোনাল্ড) ট্রাম্পের দৃঢ় নেতৃত্বের অধীনে ও আপনাদের অটল সমর্থন নিয়ে, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা কাজ শেষ করতে পারব এবং করব।'
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর ইসরায়েল গাজায় ইরান সমর্থিত ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং লেবাননে তেহরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর সঙ্গেও লড়াইয়ে জড়িয়েছে। এ ছাড়া ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইয়েমেন ও ইরাকে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণেরও মুখোমুখি হয়েছে ইসরায়েল। নেতানিয়াহু আরো বলেন, 'ইরানের হুমকি মোকাবেলায় ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।'
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।
ট্রাম্প দ্রুত ইরানের বিরুদ্ধে 'সর্বোচ্চ চাপ' নীতিতে ফিরে গেছেন, যা তার প্রথম মেয়াদের মতো ইরানের কথিত পারমাণবিক অস্ত্র সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও রবিবার বলেন, ইরান কখনোই পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে পারবে না।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৯মি.

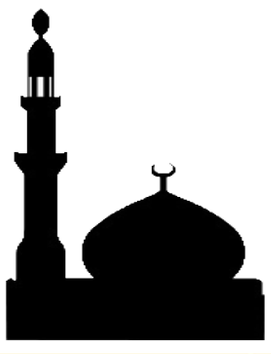

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৫	৬.০৬
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৭	
মাগরিব	৫.৩৯	
এশা	৬.৫০	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

মালিতে সোনার খনিতে ধস, নিহত ৪৮

আপনজন ডেস্ক: মালির পশ্চিমাঞ্চলে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি স্বর্ণখনি ধসে পড়ে অন্তত ৪৮ জন নিহত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সূত্র স্থানীয় সময় শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে।
পুলিশের এক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি রবিবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'আজ সন্ধ্যা ৬টা (স্থানীয় সময়) পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ধসের ফলে ৪৮ জন নিহত হয়েছে। কিছু ব্যক্তি পানিতে পড়ে গেছে।
তাদের মধ্যে এক নারীও ছিলেন, যার পিঠে একটি শিশু ছিল।'
এ ছাড়া একজন স্থানীয় কর্মকর্তা ধসের ঘটনা নিশ্চিত করেছেন। একই সঙ্গে কেনিয়েবা স্বর্ণখনি শ্রমিকদের সংগঠনও মৃতের সংখ্যা ৪৮ বলে জানিয়েছে।
এএফপির তথ্য অনুসারে, মালি আফ্রিকার অন্যতম প্রধান সোনা উৎপাদনকারী দেশ এবং সেখানে প্রায়ই খনির স্থানে প্রাণঘাতী ধস ও দুর্ঘটনা ঘটে।
কর্তৃপক্ষ দেশটিতে মূল্যবান এ ধাতুর অনিয়ন্ত্রিত খনন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে লড়াই করছে। মালি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একটি।
শনিবারের দুর্ঘটনাটি একটি পরিত্যক্ত খনিতে ঘটেছে, যা আগে একটি চীনা কম্পানি পরিচালনা করত বলে সূত্র জানিয়েছে।
এর আগে জানুয়ারিতে মালির দক্ষিণাঞ্চলের একটি স্বর্ণখনিতে ভূমিধসে অন্তত ১০ জন নিহত এবং আরো অনেকে নিখোঁজ হয়।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বিমান হামলায় রবিবার গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফা শহরের কাছে তিনজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। ইসরায়েল ও যোদ্ধারা জিম্মি-বন্দি বিনিময়ের এক দিন পর এ হামলা হলো।
গাজা শাসনকারী হামাস এ তথ্য জানিয়েছে।
হামাস পরিচালিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথমে জানায়, হামলায় দুই পুলিশ সদস্য নিহত ও তৃতীয় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
তারা রাফা শহরের পূর্বে আল-শৌকা এলাকায় ত্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোতায়েন ছিলেন।
পরবর্তীতে তৃতীয় কর্মকর্তাও মারা গেছেন বলে মন্ত্রণালয় একটি হালনাগাদ বিবৃতিতে জানায়।
অন্যদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের এক বিবৃতিতে জানায়, তাদের বিমানবাহিনী 'কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে হামলা করেছে, যারা দক্ষিণ গাজা উপত্যকার দিকে সেনাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।'
ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে ১৯ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে বিরতি এনেছে।
এরপর ইসরায়েল গাজায় আরো একটি বিমান হামলা চালিয়েছিল।
২ ফেব্রুয়ারি তারা জানায়, তাদের একটি বিমান গাজা শহরের কেন্দ্রে 'সন্দেহজনক একটি গাড়ির দিকে' গুলি ছুড়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৮ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

শান্তি আসিবে কি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যূহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় জানিতেন না।

ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যূহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যূহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ নাই।

কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট করা আছে।

বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন–দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া।

একই কাজ মানে কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা–যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে–দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।

সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে–তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন, সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে দুঃসাহসিক হইবার নহে।

বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়–এই দেশগুলি তাহা হইতে শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

নতুন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তান এখন কি করবে?

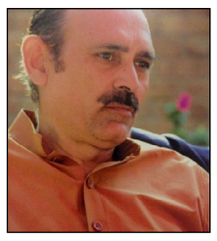

২০২১ সালের আগস্টের পর থেকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা ও হতাহতের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। টিটিপিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আফগান তালিবানের ওপর ভরসা করার আশাবাদ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। খাইবার পাখতুনখাওয়ার সাম্প্রতিক সহিংসতা দেখলেই তা বোঝা যায়। ২০২১ সালে ৫৭২ টি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৭৩। বৃদ্ধির হার ২৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ। একইভাবে হতাহতের সংখ্যা ২৩৮ থেকে বেড়ে ৭৮৮-এ পৌঁছেছে। ২৩১ শতাংশ বৃদ্ধি। লিখেছেন **ইসমাইল খান।**

পাকিস্তানের শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরের একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিলনায়তনে দাঁড়িয়ে, তখনকার ক্ষমতাধর গোয়েন্দাপ্রধান জেনারেল ফয়েজ হামিদ বলেছিলেন, 'অনেকে একমত নন, কিন্তু আমি মনে করি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) ও আফগান তালিবান একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।' কয়েক সপ্তাহ পর ফয়েজ হামিদ কাবুলের এক ঐতিহাসিক হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে কফি হাতে অপেক্ষা করছিলেন আফগানিস্তানের নতুন তালিবান শাসকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তখন তিনি ব্রিটিশ সাংবাদিক লিন্ডসে হিলসামকে বলেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' আজ তিনি সামরিক বিচারের মুখোমুখি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে আটক। এখন হয়তো তিনি ভাবছেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এত কিছু সামলানোর পরও কীভাবে আফগান তালিবান ও টিটিপির সম্পর্কের হিসাব ভুল করল।

২০২১ সালের আগস্টের পর থেকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা ও হতাহতের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। টিটিপিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আফগান তালিবানের ওপর ভরসা করার আশাবাদ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। খাইবার পাখতুনখাওয়ার সাম্প্রতিক সহিংসতা দেখলেই তা বোঝা যায়।

২০২১ সালে ৫৭২ টি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৭৩। বৃদ্ধির হার ২৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ। একইভাবে হতাহতের সংখ্যা ২৩৮ থেকে বেড়ে ৭৮৮-এ পৌঁছেছে। ২৩১ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে খাইবার পাখতুনখাওয়ায় সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা ৫৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর হতাহতের হার বেড়েছে ১১ দশমিক ৯ শতাংশ। গড়ে প্রতিদিন দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কর্মী ও সাধারণ নাগরিক রয়েছেন।

প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল এখনো সবচেয়ে বেশি অশান্ত। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, ডেরা ইসমাইল খান, ট্যাংক, লাক্কি মারওয়াত ও কারাকে হামলার সংখ্যা বেড়েছে। তবে মালাকান্দ ও হাজারা অঞ্চলে তুলনামূলক শান্ত অবস্থা বজায় থাকলেও ২০২৪ সালের মার্চে সাংলায়ার বিশাম এলাকায় চীনা কর্মীদের ওপর হামলাটি ব্যতিক্রম। কুররাম ও খাইবারের তিরাহ উপত্যকায় জঙ্গি তৎপরতা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তা পেশোয়ারের নিরাপত্তার জন্য নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর বিপরীতে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতির চিত্র ভিন্ন। তালিবানের ক্ষমতা গ্রহণের আগে ও পরে সেখানে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। ব্রাসেলসভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংকট পর্যবেক্ষণ সংস্থা (আইসিজি) ২০২২ সালের আগস্টের প্রতিবেদনে জানায়, তালিবানের প্রথম ১০ মাসের শাসনামলে যুদ্ধ, বিস্ফোরণ ও অন্যান্য সহিংস ঘটনার হার আশরাফ গণির শাসনামলের তুলনায় পাঁচ গুণ কমে গেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল নতুন করে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। এর মধ্যে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, যেমন নজরদারি, ট্র্যাকিং ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলার কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক, আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারও দরকার। খাইবার পাখতুনখাওয়ায় ক্রমবর্ধমান হামলার মধ্যে সেনাবাহিনী ছোট পরিসরের ও গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান শুরু করে। সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখার প্রধান এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০২৪ সালে পাকিস্তানজুড়ে ৫৯ হাজারের বেশি গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান চালানো হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ১৬১টি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে এই অভিযানে ৩৮৪ জন জঙ্গি নিহত হয়েছেন।

তবে জঙ্গিদের তুলনায় নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। টিটিপি ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠীগুলো স্থায়ী ঘাঁটি গড়তে না পারলেও তাদের বিস্তার বহুগুণে বেড়েছে। এক অভ্যন্তরীণ সূত্র মারফত জানা যায়, বর্তমান কৌশল স্পষ্টতই তেমন কার্যকর হচ্ছে না। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে নতুন কৌশল নির্ধারণ করা জরুরি।

কেন ব্যাপক প্রচেষ্টার পরও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আনতে পারছে না, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে।

পাকিস্তানের পশ্চিম প্রতিবেশী আফগানিস্তান এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। কূটনৈতিক আলোচনায় তালিবান নেতৃত্ব আবারও টিটিপি সমস্যার সমাধানের জন্য সময় চেয়েছে। তাদের দাবি, জঙ্গি ও তাদের পরিবারগুলোকে সীমান্ত থেকে সরিয়ে আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রদেশ গজনিতে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, এই পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বাড়িঘর নির্মাণ ও অন্যান্য খরচ হিসেবে কয়েক মিলিয়ন ডলার একটি মিত্ররাষ্ট্র বহন করেছে।

পাকিস্তান স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে তালিবান সরকারকে টিটিপিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর বিপরীতে আফগানিস্তান কিছু বাণিজ্য-সুবিধা ও ভিসানীতিতে ছাড় চেয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যও তারা প্রস্তুত। তবে পাকিস্তান বলেছে, তালিবান কী ব্যবস্থা নেয়, তা পর্যবেক্ষণ করেই কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এ ছাড়া পাকিস্তান আফগান তালিবানকে বলেছে, তারা যেন টিটিপির কাছ থেকে উন্নত মার্কিন অস্ত্র উদ্ধার করে, সীমান্ত অতিক্রমে নিরুৎসাহিত করে আর যারা সীমান্ত লঙ্ঘনকারীদের আটক করে। কিন্তু পাকিস্তানি কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে আফগান কর্তৃপক্ষ সীমান্ত পারাপারে বাধা দিচ্ছে না। দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না।

সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়ভার গ্রহণ নিয়ে সম্প্রতি এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। খাইবার পাখতুনখাওয়া নিয়ে সরকার যে দ্বিধাগ্রস্ত, তা সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্ট জানানো হয় যে সংবিধানের ২৪৫ অনুচ্ছেদের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধেই সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তাই সরকারকে এখন পুরো দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া সন্ত্রাসবিরোধী বিভাগকে আরও কার্যকর করতে সরকারকে অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। উদ্দেশ্য, উন্নত মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আরও উন্নত অস্ত্র সংগ্রহ করা।

তবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসন্তোষের কারণে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই বড় আকারের সামরিক অভিযানের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নিতে চাইছে না। তবে তারা প্রদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

জাতীয় পর্যায়ে চলমান রাজনৈতিক বিভক্তি এই লড়াইকে আরও জটিল করে তুলেছে। শুধু খাইবার পাখতুনখাওয়ার রাজনৈতিক পরিবেশেই নয়, সামগ্রিকভাবে এটি এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যেখানে ভিন্নমতাবলম্বী দলগুলো পর্যন্ত সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে অনানুষ্ঠানিকভাবে একত্র হয়েছে। টিটিপি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তারা আফগান তালিবানের কৌশল গ্রহণ করে বলেছে যে তারা কেবল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের টার্গেট করবে। সাধারণ নাগরিকদের আক্রমণ করবে না। এর মাধ্যমে তারা নিরাপত্তা বাহিনী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে।

বিশ্লেষক ও কর্মকর্তারা মনে করেন, এখন পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা মূলত টিটিপির বিস্তার নিয়ন্ত্রণের দিকেই বেশি ছিল। তবে চূড়ান্তভাবে সমস্যা সমাধান করতে হলে পর্যাপ্তসংখ্যক বাহিনী মোতায়েন করে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে হবে।

ধাপে ধাপে কয়েকটি অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনার বিষয়ে একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। তবু জনসমর্থন ও রাজনৈতিক সমর্থনের অভাব এবং নতুন করে বাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

বিশ্লেষকদের মতে, সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল নতুন করে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। এর মধ্যে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, যেমন নজরদারি, ট্র্যাকিং ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলার কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক, আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারও দরকার।

ইসমাইল খান সম্পাদক (উত্তর), ডেইলি ডন

ডেইলি ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

বিশ্লেষকদের মতে, সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল নতুন করে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। এর মধ্যে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, যেমন নজরদারি, ট্র্যাকিং ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলার কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক, আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারও দরকার। খাইবার পাখতুনখাওয়ায় ক্রমবর্ধমান হামলার মধ্যে সেনাবাহিনী ছোট পরিসরের ও গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান শুরু করে। সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখার প্রধান এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০২৪ সালে পাকিস্তানজুড়ে ৫৯ হাজারের বেশি গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান চালানো হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ১৬১টি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে এই অভিযানে ৩৮৪ জন জঙ্গি নিহত হয়েছেন।

মারিনা হাইড

এটা ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা, নাকি ইউক্রেনকে টুকরা করার ফন্দি

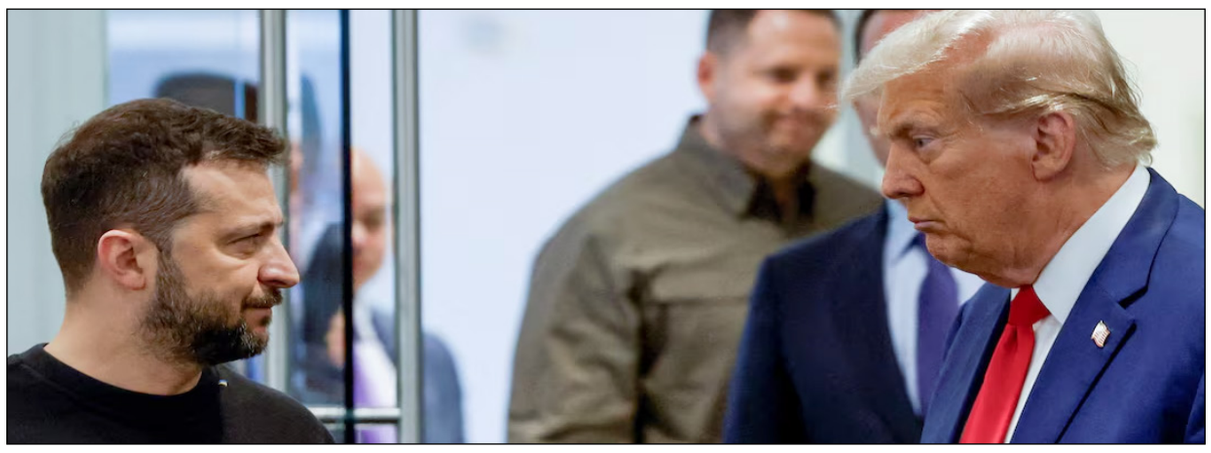

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ইউক্রেন 'শান্তি পরিকল্পনা' ঘোষণা করার পর মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ যখন বলেন, 'সব সমাধান আলোচনার টেবিলে আছে', তখন শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট পুতিন কি আলোচনা চাইছেন নাকি পুরো টেবিলটাই নিজের ভাগে রেখে দিতে চান? মনে হচ্ছে, হেগসেথ গোটা টেবিলটাই বিনা দ্বিধায় পুতিনকে দিয়ে দিতে রাজি। আর সেই টেবিল সম্ভবত সৌদি কারিগরদের দিয়ে তৈরি করা হবে। অবশ্য এটি কোনো হাড় কাটার টেবিল নয় (এই বাক্য ২০১৪ সালে সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যার ঘটনায় সৌদি সরকারের ভূমিকার প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, যেখানে হত্যার জন্য হাড় কাটার সরঞ্জাম ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল)। কারণ ট্রাম্প বলছেন, এই কথিত শান্তি আলোচনা সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের মধ্যস্থতায় হতে পারে। এই মুহূর্তে বিশ্বকে আপাতত এটিই দেখতে হলো যে হেগসেথ ব্রাসেলসে ন্যাটোর প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে হাজির হয়ে ঘোষণা দিলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কাউকে "আঙ্কেল স্যাম"কে "আঙ্কেল সাকার" বানাতে দেবেন না।' এখানে আঙ্কেল স্যাম (যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক) এবং 'আঙ্কেল সাকার' (যার অর্থ 'দুর্বল বা বোকা যুক্তরাষ্ট্র')। (এর মানে হলো, ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল হতে দেবে না) এই সপ্তাহে সবাই দেখল কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের বক্তব্যকে ডিজনির কার্টুনের মতো সরল ও অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হলো। আর কথাগুলো বললেন একজন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, যাঁর গায়ে ক্রুসেডের ট্যাটু আঁকা আছে। যা-ই হোক, যা হচ্ছে, তা শান্তির পরিকল্পনা বটে! আমি মনে করি, এই পরিকল্পনার পাঠটি ট্রাম্পের লেখা বিখ্যাত দ্য আর্ট অব দ্য ডিল বইয়ে আছে। সেখানে উল্লেখ করা দর-কষাকষির নিয়ম হলো, যদি আপনি প্রথমে একটি সংখ্যা বলেন, তাহলে আপনি সেই সংখ্যা থেকে কমে আসতে বাধ্য হবেন। আর যদি অন্য পক্ষ প্রথমে একটি সংখ্যা বলে, তাহলে আপনি সেই সংখ্যা থেকে বাড়িয়ে আলোচনা করতে পারবেন। ইউক্রেনবিষয়ক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসন আলোচনায় বসার আগেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজ থেকে ছাড় দিয়ে বসে আছে। হেগসেথের কথায় প্রকাশ পেয়েছে, রাশিয়া ২০১৪ সাল থেকে যেসব অঞ্চল দখল করেছে, সেগুলো ফেরত দেওয়া, ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের সম্ভাবনা এবং ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রশ্নে আপস করতে তাঁরা রাজি হয়ে বসে আছেন। ফলে আমি মনে করি, পুতিন সহজেই ট্রাম্পের সব শর্ত মেনে নেবেন। হেগসেথ মিউনিখ প্রতিরক্ষা সম্মেলনের আগে বলেছিলেন, ট্রাম্প হবেন 'আলোচনার টেবিলের পাশে সেরা চুক্তি করার লোক'। আসলে ট্রাম্প টেবিলটিও হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু তাঁর তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। তিনি জানেন, যে দেশে তিনি জিতেছেন বলে দাবি করেছেন (যদিও প্রকৃত অর্থে তিনি পরাজিত হয়েছেন), সে দেশে মানুষকে এটি বিশ্বাস করানো তাঁর জন্য খুব সহজ হবে যে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শান্তিচুক্তি করেছেন। এটা আসলে তাঁর 'চুক্তির শিল্প'। তার ওপর তাঁর হাড়ে কিছু সমস্যা আছে, যা তাঁর শরীরে স্পার্ট তৈরি করেছে। (এখানে ট্রাম্পের পুরোনো দাবি বা অজুহাতকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ট্রাম্প ১৯৬০-এর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন, তাঁর পায়ের হাড়ে 'স্পারস' বা একধরনের হাড়ের বৃদ্ধি বা সমস্যা ছিল, যার কারণে তিনি চিকিৎসাগত ছাড় পেয়েছিলেন। তবে অনেকেই মনে করেন, এটি আসলে একটি বাহানা ছিল, যা তাঁকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল)। কথা হচ্ছে, ট্রাম্প তো বহুদিন ধরেই বলে আসছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হলে প্রথম দিনেই ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করবেন। তাহলে ইউরোপীয়রা এত অবাক হলেন কেন? এটি তো আগে থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। ট্রাম্প আরও বলছেন, হেগসেথের অবস্থান বোঝা কঠিন কিছু নয়। কারণ, তাঁর শরীরেই তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশিত–তাঁর হাতে মার্কিন পতাকা ও অস্ত্রের ট্যাটু রয়েছে। তাঁর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য তাঁর হাতে লেখা বিভিন্ন বার্তা পড়লেই চলে। ইউক্রেন নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এখন ইউরোপের উচিত নিজেদের শান্তির জন্য কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করা। তবে তাঁর এই বক্তব্য অনেক দেরিতে এল। কারণ, ট্রাম্প অনেক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি ইউক্রেনে মার্কিন সমর্থন কমিয়ে দেবেন বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলো এত দিন শুধু সময় নষ্ট করেছে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়নি। এখন ইউরোপ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য হচ্ছে। পুতিন যখন তিন বছর আগে ইউক্রেন আক্রমণ করলেন, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ভার্সাই প্রাসাদে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) স্মৃতি যেখানে ইউরোপকে বিভক্ত করেছিল, সেখানে ওই বৈঠক ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ এনে দিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে, সেই বৈঠকের ফলাফল ছিল একদমই হতাশাজনক। কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে ইউরোপীয় নেতারা আবারও কূটনৈতিক কথাবার্তা ও দীর্ঘমেয়াদি আলোচনার চক্রে আটকে যান। কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে তাঁরা নিজেদের নিরাপদ রেখে বিবৃতি দেওয়া আর পরামর্শ সভা চালিয়ে যাওয়ার পথকেই বেছে নেন। এটি প্রমাণ করে, ইউরোপ তখনো যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত ছিল না। আমরা সবাই এখনো সেখানে আটকে আছি। মার্কিন প্রশাসন ও পুতিন তাঁদের আরামদায়ক অবস্থানে আছেন; অন্যদিকে ইউক্রেন সবচেয়ে দুঃখজনক অবস্থায় পড়েছে। ইউক্রেন তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার সমকক্ষ অংশীদার হবে কি না, জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প উত্তর দিয়েছিলেন, 'হুম, এটি একটি আগ্রহজনক প্রশ্ন বটে।' অর্থাৎ ইউক্রেন মূলত এই আলোচনা থেকে অনেকটাই বাইরে আছে। হয়তো তাঁকে গাড়ির ভেতরে না থেকে গাড়ির পেছন পেছন দৌড়াতে হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে গাড়ির নিচে চাপা পড়তে হতে পারে। যুক্তরাজ্য এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান নিয়ে অনেকটাই অনিশ্চিত। তারা ন্যাটো সদস্যপদ নিয়ে ইউক্রেনকে আশ্বস্ত করলেও ইউক্রেনকে সদস্য বানানোর ব্যাপারে তাদের প্রভাব খুব সীমিত। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ইউক্রেনকে আশ্বস্ত করলেও বাস্তবে তাদের ক্ষমতা সীমিত। হেগসেথ পোল্যান্ডে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'যতটা যুক্তরাজ্যের চাহিদা এবং অহংকার, তা তাদের ক্ষমতার সঙ্গে মেলে না।' তাঁর এমন মন্তব্য থেকে একটি ধারণা তৈরি হচ্ছে যে যুক্তরাজ্য বাড়াবাড়ি রকমের অহংকার প্রকাশ করলেও বিশ্বরাজনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

মারিনা হাইড দ্য গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক

প্রথম নজর

আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ি, অল্পের জন্য রক্ষা গৃহকর্তার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের সোনাগাছি গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক গৃহস্থের বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান গৃহকর্তা শেখ সাইদুল।
জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রাতের খাবার সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শেখ সাইদুল। রাত গভীর হওয়ার পর আগুনের তাপ ও ধোঁয়ায় তার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলেই তিনি দেখেন চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রাণ বাঁচাতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি চিৎকার শুরু করেন। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, জামাকাপড়, গচ্ছিত অর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনায় শেখ সাইদুল সামান্য আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পাহারহাটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেন। কীভাবে এই আগুন লাগল, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানাতে পারেননি। ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ তদন্তে আসে। শেখ সাইদুল সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন, কারণ আগুনে তার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় গ্রেফতার দুই

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উদ্ধার দুটি আগ্নেয় অস্ত্র। ঘটনায় আটক করা হয়েছে দুইজনকে। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ধৃতরা হলেন নিরঞ্জন দাস (৪৮) ও প্রীতম দাস (২৭)। তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত সাহাপাড়া ও জ্যোতি বসু রোড এলাকায়। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ হানা দেয় ওই দুইজনের বাড়িতে। তাদের বাড়িতে তল্লাশির সময় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ।

নিম্নমানের সামগ্রীতে রাস্তা তৈরি, দুর্নীতির অভিযোগ পথশ্রীতে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকারের বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের বাড়তি ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এবং পথশ্রী প্রকল্পের জন্য ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন খোদ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য। এই সুযোগে শাসক দলকে কোটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। একযোগে শাসক দলকে আক্রমণ বিরোধীদের। সাফাই তৃণমূলের। পথশ্রী প্রকল্পে কাজের মান নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদহের রতুয়া ১ ব্লকের ফুলহর নদীর রিং বাঁধে বাহারাল থেকে কাহালা আশুটোলা পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের ৬.৮৩ কিমি ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয় গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই কাজে বরাদ পাই রায়গঞ্জের একটা বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থা। কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ হই ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৮৭ টাকা। প্রথমে কাজ শুরু হয়েছিল পুরো দমে। এরপর কাজ থমকে যায়। কিছুটা কাজ হলেও অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ। শিডিউল মোতাবেক কোন কাজ করা হয়নি। ঠিকাদার সংস্থা নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করেছে। কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী থেকে শুরু করে শাসকদলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য দুর্নীতির অভিযোগ তুলতেই অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

গোপালের মহাভোজ অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন যুব নেতা

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: হাড়োয়ার খাড়ুপালা বটতলার শ্রী শ্রী গোপালের বনভোজন মহা উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সবাইকে নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন হাড়োয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা । পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন, হাড়োয়া দু নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ফরিদ জমাদার,বকজুড়ি অঞ্চল সভাপতি আসরাফুজ্জামান, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রতিনিধি বাকিবিল্লাহ মোল্যা, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মদক্ষ বাহার আলী,বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আব্দুল হামিদ মোল্যা,শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান অবনী মন্ডল, কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাবিব মোল্যা সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। এদিন এদিন হাড়োয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা হাড়োয়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা বলেন, আজ গোপালের মহা ভোজন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল হাড়োয়ায় খাড়ুবালা এলাকায়। প্রতিবছরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় শ্রী শ্রী গোপালের পঞ্চাশ হাজার ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। আমরা সবাই মিলে ৫০ হাজার মানুষের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে একটি সম্প্রীতির বার্তা দেই। আমি বলি সবাই এক। হিন্দু মুসলিম সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা বসবাস করি। উৎসব আসে তখনই আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এখানে কোন হিন্দু মুসলিমের ভেদাভেদ নয়। এদিন এই গোপালের মহাভোজ অনুষ্ঠানে এক ভক্ত বলেন, আমাদের এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আব্দুল খালেক মোল্লা তার অক্লান্ত সহযোগিতায় আমরা এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছি। তার উদারতায় আমাদের মন ভরে গিয়েছে।

ব্যান্ডেলে রেলের উচ্ছেদ অভিযানে বাধা দিয়ে শ্রমিকদের তাড়া করলেন বিধায়ক

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: ব্যান্ডেল এলাকায় রেলের কোয়ার্টার উচ্ছেদকে ঘিরে আজ এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বেশ কয়েকদিন ধরেই রেলের তরফ থেকে কোয়ার্টারে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে জানানো হয় যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের বাসস্থান খালি করতে হবে। বেশিরভাগই দীর্ঘ ৪০-৫০ বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন, ফলে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।
এই ঘটনার খবর চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে পৌঁছালে তিনি বিষয়টি রেলের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে দেন যে পুনর্বাসন নিশ্চিত না করে

কোনোভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে, আজ সকালে তিনি জানতে পারেন যে রেলের তরফ থেকে কোয়ার্টার ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং এই ভাঙার কাজের বরাত নিয়েছেন এলাকারই এক তৃণমূল নেতা।
খবর পাওয়ামাত্রই বিধায়ক অসিত মজুমদার ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং দেখেন, শ্রমিকরা কোয়ার্টার ভাঙার কাজ করছে। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি নিজেই রীতিমতো সেই শ্রমিকদের তাড়া করেন। বিধায়কের উপস্থিতি টের পেয়ে অনেক শ্রমিক দৌড়ে পালিয়ে যান। উত্তেজিত বিধায়ক স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, "আবার কেউ ভাঙতে এলে ধরে মারবেন!" তিনি আরও জানান, যদি কোনো তৃণমূল নেতা এই ভাঙার কাজে যুক্ত থাকেন, তবে তিনি তাকে দল করতে দেবেন না।
এদিন বিধায়কের দৃঢ় মনোভাব ও প্রতিবাদী ভঙ্গি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিনের আবাসস্থল ছাড়া তাঁদের অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, তাই সরকারের উচিত তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বিধায়ক অসিত মজুমদারের এই হস্তক্ষেপের পর রেলের উচ্ছেদ অভিযান আপাতত বন্ধ রয়েছে। তবে, পরবর্তী সময়ে রেল দপ্তর কী পদক্ষেপ নেয়, তা নিয়ে এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে।

'পিস'-এর হুগলি জেলা সম্মেলনে চলমান জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট (PEACE) এর ১২ তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলার রাসমণি ঘাট এলাকার প্রভুকুঞ্জ ম্যারেজ হলে। বেলা ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত রাজ্যের জ্বলন্ত ইসুগুলিকে সামনে রেখে ম্যারাথন আলোচনা সভা চলে। উপস্থিত ছিলেন পিস সংগঠনের সভাপতি ডঃ আব্দুল হাদি, সেক্রেটারি ওমর ফারুক , সহ-সম্পাদক ড. সাজ্জাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ আহমেদ খান, ইসি সদস্য আসানুর মল্লিক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন রেজিস্টারার ড. আব্দুস সালাম , পান্ডুয়া কলেজের অধ্যাপক ড: আবুল কালাম, রাজ্যবিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউর রহমান এবং মুদ্দাসির মোল্লা, ডব্লিউবিসিএস অফিসার কাদির আনসারী , সর্বশিক্ষা মিশনের পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর

তথা পিসের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি তাহের আলী সেখ, সেক্রেটারি জাকির হোসেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত সরকারি আধিকারিকগণ।
পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আরম্ভ করেন শিক্ষক মাওলানা ওসমান গনি। স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সভাপতি আব্দুল হাদী সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহব্বান জানান। সংগঠনের সম্পাদক ওমর ফারুক পিস সংগঠনের গুরুত্ব এবং বর্তমান জলন্ত সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। এই সভার আয়োজন করেছিলেন মুদ্দাসির মোল্লা ও মোঃ আব্দুল জামির, সেখ জালাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তৌহিদ আহমেদ খান । সাংগঠনিক আলোচনা সমাপ্ত করে ২৮ জন সদস্য হুগলি জেলা কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ আব্দুল জামির এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মুদাস্সির মোল্লা ।

হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধতাই মূল লক্ষ্য সংঘের, বললেন মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: হাজারও জটিলতা কাটিয়ে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে বর্ধমানের তালিত সাইকমপ্লেক্সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভা হয় রবিবার।এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আরএসএস সঙ্ঘ চালক মোহন ভাগবত আয়োজিত সভায় বলেন, "সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা।" তিনি স্পষ্ট করেন যে, সঙ্ঘের মূল কাজ হল সমাজকে একত্রিত রাখা এবং এমন মানুষ গড়ে তোলা, যারা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করবে। তিনি আরও বলেন, "হিন্দু সমাজই ভারতের দায়িত্বশীল সমাজ। এই দেশের একটি স্বতন্ত্র স্বভাব রয়েছে, যা বহুবিধ সংস্কৃতি ও মতাদর্শকে গ্রহণ করে এগিয়ে যায়।" মোহন ভাগবতের মতে, যারা ভারতের এই বৈচিত্র্যময় স্বভাবের সঙ্গে খাপ

খাওয়াতে পারেনি, তারা আলাদা দেশ গঠন করেছে। সঙ্ঘের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তিনি জানান, এটি কোনো আনুষ্ঠানিক সদস্যপদভিত্তিক সংগঠন নয়"। কোনও ফি নেই, সদস্যপদের বাধ্যবাধকতা নেই, যে কেউ এসে সঙ্ঘের কাজ বুঝতে পারেন এবং ইচ্ছা হলে চলে যেতে পারেন" এমনটাই বলেন ভাগবত। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই সঙ্ঘের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।
এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলাদেশে পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত তিনি।ওই দেশের মানুষরা কিভাবে বাঁচবে সেটাই বড় চিন্তার বিষয়। দেশটা এক থাকবে না টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তা নিয়েও চিন্তা রয়েছে।এই সভা করা নিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আদালত পর্যন্ত গড়ায় বিষয়টি। অবশেষে অনুমতি পায়।

ছাত্রছাত্রীদের বিদায়ী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কালিয়াচকের বেসরকারি স্কুলে

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার কালিয়াচকের সাহাবাজপুর এলাকার সুপরিচিত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পারফেক্ট মিশনের উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের বিদায়ী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিশেষ সংবর্ধনার মাধ্যমে চলে অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন, মোটিভেশনাল বক্তা আবেদিন হক আদি, কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাঈম আসগার, সালাম বাংলা পত্রিকার নাসিমুল হক নাসিম, আব্দুর রহমান, নয়মৌজা বারকাত আলী, মুহাম্মদ মোনিরুজ্জামান, আলিউল হক, সাদিকুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পারফেক্ট মিশনের সম্পাদক আব্দুল মালেক প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে

আগামী উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের বিদায়ীর পাশাপাশি সকল ছাত্রছাত্রীদের মনোবল শক্তি বাড়ানোর জন্যে সকল অতিথি সহ স্বনামধন্য মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদিন হক আদির বক্তব্যে অনুপ্রাণিত ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা। এছাড়াও গত বছরের সর্বভারতীয় ডাক্তারি নিট পরীক্ষায় মালদায় প্রথম স্থান অধিকার করে আফতাবুদ্দিন সেখ এবং পারফেক্ট মিশনের প্রাক্তন ছাত্র দুলাল আহমেদ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে প্রথম ক্লাস কোয়ালিফাইড করে মাদ্রাজ আইআইটিতে পড়াশোনা করছে। পারফেক্ট মিশনের পক্ষ থেকে তাদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান ও দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন আবেদিন হক আদি।

রামগঞ্জে সুন্নী হুজ্জাজের ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের রামগঞ্জে সুন্নী হুজ্জাজ ওয়েল সোসাইটির পক্ষ থেকে ১০ম বার্ষিক ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক ব্যক্তিত্ব হুজুর জালাল আশরাফী, উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগারওয়াল, ইসলামপুর ব্লকের জেলা পরিষদের সদস্যের প্রতিনিধি জাহিদুল রহমান ও জাবেদ আখতার, ব্লক সহ-সভাপতি কামালউদ্দিন, রামগঞ্জ এক ও দুই নং অঞ্চল প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে রামগঞ্জ সুন্নী

হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি জানান, সংগঠনের প্রায় পাঁচশোর বেশি হাজী রয়েছেন এবং প্রতি বছরই যারা ইন্তেকাল করেছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে এই ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করা হয়। হুজুর জালাল আশরাফী এদিন দোয়া ও ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। জেলা পরিষদের প্রতিনিধি জাহিদুল রহমান সংগঠনের প্রশংসা করেন।

পুষ্টি নিয়ে কর্মশালা স্কুলে

সাবির আহমেদ ● মথুরাপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির নিউট্রিশন বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মশালা হর। শিক্ষিকা রনিতা দিদিমনির ল্যাবরেটরি কাম কিচেনে পুষ্টি বিজ্ঞানকে সামনে রেখে, ভোজ্য তেল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত সুন্দর রান্নার সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করার কৌশল তারা শিখছে যা আগামী দিনে তাদের পরিবার এবং রোগীদের খাদ্যের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গুণমান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

সাগর পাড়ায় হঠাৎ আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি বাড়ি ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে সাগরপাড়া থানার চর কাকমারি এলাকায়,পরিবার সূত্রে জানা যায় ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে,আগুন দেখতে পেয়েই স্থানীয় মানুষেরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় সাগর পাড়া থানায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলেই সূত্রে জানাযায় । এই অগ্নি কাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি পরিবারের একটি বাড়ি।
জানা যায় লুটন শেখ, গত এক বছর ধরে কেরালায় কাজ করে উপার্জিত টাকা ঘরে রাখাছিল স্বপ্নের একটি পাকা বাড়ি করার জন্য আর সেই স্বপ্ন নিমেষেই শেষ করে দিলো অভিশপ্ত আগুনে।পাশাপশি ঘরে ছিল সোনা সহ পরিচয়পত্র জমির দলিল এবং খাদ্যসামগ্রী সব শেষ হয়ে যাওয়ায় আকাশ ভেংগে পড়ে মাথার উপর এমনি বলছেন আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ ও সাহেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুজিবুর রহমান বিশ্বাস,প্রধান এসে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে সবরকম ভাবে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা সরকারি পাকা ঘরের আবেদন জানান।

মমতার ছবি লাগিয়ে ভুয়ো লটারি, ধৃত ১

নকিব উদ্দিন গাজী ● বজবজ

আপনজন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগিয়ে লাকি বাম্পার লটারি ভুয়ো টিকিট ছাপিয়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক, নাম চন্দন দাস। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালী থানার বাওয়ালি এলাকার চকমানিক গ্রামের বাসিন্দা।ইতিমধ্যে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকের নির্দেশে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রায়ের তৎপরতায় কুলপি থানার পুলিশ ডায়মন্ড হারবার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে চন্দন দাস একজনকে ,আজ ডায়মন্ড হারবার কোর্টে তোলা হবে।ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এই ভুয়া লটারি ছাপানোর সঙ্গে আরো কে বা কারা জড়িত আছে বা থাকতে পারে সেগুলো খতিয়ে দেখছেন কুলপি থানার পুলিশ। এই চন্দন দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানুষদেরকে ভুল বুঝিয়ে লটারির টিকিট বিক্রি করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ন্যাক-এর গ্রেড-বি পেল মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● জাঙ্গিপাড়া

আপনজন: সাম্প্রতিক পরিদর্শন শেষে ন্যাক-এর স্বীকৃতি পেল মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া ব্লকের একমাত্র জেনারেল ডিগ্রী কলেজ মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয় এই কলেজ ন্যাক-এরমূল্যায়নে ২.২ স্কোর করে গ্রেড B অর্জন করেছে। উল্লেখ্য এটিই ছিল এই কলেজের প্রথম ন্যাক-এর মূল্যায়ন। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজটি ধীরে ধীরে উন্নতি করে চলেছে এবং এই গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
২০১৪ সালে UGC-2f স্বীকৃতি এবং ২০১৮ সালে UGC-12B স্বীকৃতি পায় কলেজটি।
আর চলতি বছর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. তাপস কুমার মুন্সী ও আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর ড. মৌমিতা শীল রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রথমবার ন্যাক-এর মূল্যায়নেই এই স্বীকৃতি অর্জন করল।

আগুনে পুড়ে ছাই কাঠ মিল

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কাঠ মিল। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রমনা টিপু সুলতান মোড় সংলগ্ন এলাকায়। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কাঠ মিল মালিকের নাম হাসানুর জ্জামান শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন রাতে হঠাৎ করে কাঠ মিলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা, আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করলে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাই। কিন্তু আগুনের গতি বেড়েই যাই। ঘটনার খবর দেওয়া হয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশকে। পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ ও দুটি দমকলের ইঞ্জিন, স্থানীয় ও দমকল কর্মীদের চেষ্টায় প্রায় চার ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাই পুরো কাঠমিল । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বলে জানান কাঠ মিল মালিক।

বৈদ্যবাটিতে ঈসালে সওয়াব

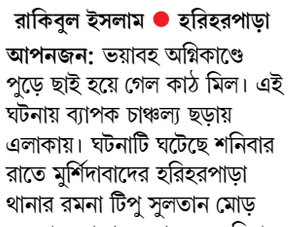

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: শনিবার হুগলির বৈদ্যবাটি চৌমাথা ভাই ভাই সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ঈসালে সওয়াব। গজল কেরাত প্রতিযোগিতা হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন সভাপতি বিসু আলি।প্রধান বক্তা পিরজাদা মৌলানা মহেবুল্লাহ হোসাইনি, অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি ও ফুরফুরা শরীফের ভূমিপুত্র হাফেজ মাওলানা আবু আফজাল জিন্না, ও আলহাজ্ব মৌলানা সাইফুল ইসলাম,দায়ুদ আহমেদ ফাইজি। উপস্থিত হয়েছিলেন বৈদ্যবাটি পৌরসভার পৌর প্রধান পিন্টু মাহাতো,ও স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুইন মহাশয়। মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি সায়েম আলি সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানান।

কষ্টের জয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গেল লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল ২ : ১ উলভস

কষ্টার্জিত জয়। প্রিমিয়ার লিগে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে লিভারপুলের জয়টাকে আর কী-ই বা বলা চলে। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া লিভারপুল দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময় ছিল চাপের মুখে। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হাসি মুখেই মাঠ ছেড়েছে আর্নে স্লটের দল।

লিভারপুল জিতেছে ২-১ গোলে। এই জয়ে দুই নম্বরে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানটা আবারও ৭ করল লিভারপুল। গতকাল শনিবার লেস্টার সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধানটা চারে নামিয়ে এনেছিল আর্সেনাল। আজ লিভারপুল যদি উলভসের বিপক্ষে পয়েন্ট হারাত তবে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যেত আর্সেনাল। তবে গানাররা আপাতত সেই সুযোগ পাচ্ছে না।

উলভসের বিপক্ষে জয়ের পর ২৫ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৬০। সমান ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৫৩। আগের ম্যাচে এভারটনের বিপক্ষে নাটকীয়ভাবে পয়েন্ট হারিয়েছিল লিভারপুল। সেই একই স্মৃতি ফিরতে পারত আজকেও। দ্বিতীয়ার্ধে উলভস ১০টি শট নিয়েছে, বিপরীতে লিভারপুল কোনো শটই নিতে পারেনি। যদিও শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। ঘরের মাঠে ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় লিভারপুল। এ সময় আঁটসাঁট রক্ষণ দেয়াল তৈরি করে লিভারপুলকে আটকানোর চেষ্টা করে উলভস। শুরুর কিছু সময়ে সফল হলেও, ১৫ মিনিটে ঠিকই ভেঙে পড়ে উলভসের রক্ষণ। দারুণ এক আক্রমণে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। এগিয়ে গিয়ে আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় লিভারপুল। স্বাগতিকদের তেমনই এক আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে লিভারপুলকে পেনাল্টি উপহার দেন উলভস গোলরক্ষক জোসে সা। স্পট কিকে ভুল করেননি দারুণ ছন্দে থাকা সালাহ। দলকে এগিয়ে ২-০ গোলে। এটি প্রিমিয়ার লিগে সালাহর ২৩তম এবং সব মিলিয়ে মৌসুমের ২৮তম গোল। নিয়মিত মাইলফলক গড়া সালাহ এই ম্যাচ দিয়েও গড়েছেন আরেকটি মাইলফলক। এই গোলে প্রিমিয়ার লিগে এক মাঠে সর্বোচ্চ গোল করায় ওয়েইন রুনিকে ছুঁয়ে ফেললেন সালাহ। ওল্ড ট্রাফোর্ডে রুনি করেছিলেন ১০১ গোল, অ্যানফিল্ডে সমান গোল করেছেন সালাহও। সালাহর চেয়ে এগিয়ে আছেন শুধু থিয়েরি অঁরি (হাইবুরিতে ১১৪) ও সের্হিও আগুয়েরো (ইতিহাদে ১০৬ গোল)। সালাহর গোলের পর জোড়া গোল নিয়েই বিরতিতে যায় লিভারপুল। বিরতির পর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে মাঠে নামে উলভস। প্রেসিং করে লিভারপুলকে চাপে রাখার চেষ্টা করে তারা। এর মধ্যে অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল লিভারপুলের সামনে। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে যায় 'অল রেড'রা। ভিএআরের সহায়তা নিয়ে অবশ্য সেই পেনাল্টি বাতিল করেন রেফারি। ফলে ব্যবধান আর বাড়ানো হয়নি লিভারপুলের। লিভারপুল ব্যবধান বাড়াতে না পারলেও উলভস ঠিকই ব্যবধান কমিয়ে আনে ৬৭ মিনিটে। দারুণ এক শটে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন মাতেউস কুনিয়া। ব্যবধান কমিয়ে সমতায় ফিরতে আরও মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। লিভারপুলকে কোণঠাসা করে একাধিকবার কাছাকাছি গিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে দলটি।

আইপিএলে গজনফরের বদলি আরেক আফগান

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের কদর কেবল বাড়ছেই। সর্বশেষ উদাহরণ মুজিব উর রেহমানের দল পেয়ে যাওয়া। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া আল্লাহ মোহাম্মদ গজনফরের জায়গায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলে নিয়েছে মুজিবকে। নিলাম থেকে গজনফরকে দলে নিয়েছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু পিঠের চোটে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আফগানিস্তান দল ও আইপিএল থেকে ছিটকে গেছেন এই রহস্য স্পিনার। তাঁর জায়গায় মুম্বাই নিয়েছেন আরেক আফগান রহস্য স্পিনার মুজিবকে।

এ সপ্তাহের শুরুতেই গজনফরের ইনজুরির খবরটি জানিয়ে টুইট করে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গত মাসে জিম্বাবুয়ে সফরের সময় চোটে পড়েন বলে জানায় তারা। আইপিএলে প্রথমবার নিলাম থেকে দল পাওয়া গজনফরকে অন্তত চার মাসে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। গজনফরের বদলি হিসেবে ২০ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার নানগেয়ালিয়া খারোতিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ডেকেছে আফগানরা।

তাঁর বিকল্প না খুঁজে তাই উপায় ছিল না মুম্বাইয়ের সামনে—তারা বেছে নিয়েছে গজনফরের স্বদেশি মুজিবকে। গত আসরে মুজিবের বদলি হিসেবেই আবার তাঁকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২১ সালে সানরাইজার্সের হয়ে সবশেষ আইপিএলে খেলেছিলেন মুজিব। শেষ তিন আসরে খেলতে না পারলেও ২০১৮ সালে ১৮ বছর বয়সেই এই টুর্নামেন্টে অভিষেক হয়ে গিয়েছিল মুজিবের! সম্প্রতি এসএ-টোয়েন্টিতেও ভালো করেছেন মুজিব। ১২ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে পার্ল রয়্যালসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন। গত বছরের নভেম্বরের আগে মুজিব নিজেও একটা লম্বা সময় ইনজুরিতে কাটিয়েছেন। হাতের চোটে পাঁচ মাস বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে।

এখনো পুরোদমে ফিরতে পারেননি বলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আফগানিস্তান দলেও সুযোগ পাননি। তাঁকে না রাখার ব্যাখ্যায় দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচক আহমাদ সুলাইমান খিল বলেছিলেন, 'চিকিৎসক তাকে পুরো ঠিক হয়ে ওয়ানডেতে আসার আগে আপাতত টি-টোয়েন্টিতেই নজর দিতে বলেছে।'

আইপিএলের নিলাম থেকে এবার দুই কোটি রুপি ভিত্তিমূল্য নিয়ে অবিক্রীত ছিলেন মুজিব। এবার তাঁকে দুই কোটি রুপিতেই দলে নিয়েছে মুম্বাই।

রবি আলোতেও ম্লান মহামেডান

ইস্টবেঙ্গল-৩ (মহেশ,ক্রেসপো,ডেভিড)।
মহামেডান-১ (ফ্রাঙ্কা)।

মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: কাল মহামেডান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের পর নিশ্চয়ই হাত কামড়াচ্ছেন মহামেডান কর্তারা! মহামেডান কর্তারা আফসোস না করলেও অন্তত মহামেডান সমর্থকরা তো দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই। কেননা এক বঙ্গতনয় যেভাবে নিজের প্রথম আইএসএল ম্যাচে কাঁপালেন, তা অনেকদিন কলকাতা সমর্থকদের মনে থাকবে। তিনি রবি হাঁসদা! সন্তোষ জয়ের নায়ককে এদিন দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামান কোচ মেহরাজ।আর নেমেই বাজিমাত রবির। ফ্রাঙ্কাকে দিয়ে গোল করানো থেকে শুরু করে নিজের শট বারে লাগা,সবই করলেন। তবে রবি-তেজেও এদিন মেঘাচ্ছন্ন মহামেডানের আকাশ। কারন এদিনও ৩-১ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের কাছে। রবিবারের মেগা ডার্বিতে ২৭ মিনিটে মহেশ গোল করে লাল হলুদ ব্রিগেডকে এগিয়ে দেন। মহামেডান গোলকিপার পদম ছেত্রী যেভাবে গোল খেলেন প্রথম পোস্ট দিয়ে, তা যদি জুনিয়র স্কুল লেভেলের কোন বাচ্চা করতো, তাহলেও কোচ তাকে নিলডাউন করে রাখতেন। যদিও গোল শোধের সুযোগ পেয়েছিল মার্ক আন্দ্রে। ৩০ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬৫ মিনিটে মেসি বাউলির পাস থেকে সল ক্রেসপো'র ২-০ করার পর,স্বল্প দৈর্ঘ্যের রবি শো দেখা যায়।যদিও এগারো জনের খেলায় একা রবির পক্ষে স্কোরশীট বদলানো সম্ভব হয়নি, কিন্তু খেলাটা বেশ ভদ্রস্থ হয়। ৬৮ মিনিটে রবির পাস থেকে ২-১ করেন ফ্রাঙ্কা। মরসুমের প্রথম গোল। এরপর ৭০ মিনিটে আবারও এগোতে পারতো অস্কারের দল।আনোয়ারের হেড বারে প্রতিহত হয়। ৭৫ মিনিটে প্রতিহত হয় মহামেডানের রবির শট।

৮৯ মিনিটে মহামেডানের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতেন মহামেডানেরই প্রাক্তনী ডেভিড লালহানসাঙ্গা। ফলে আরও একটা হারের গ্লানি নিয়ে ফেরেন মহামেডান সমর্থকরা। সত্যি দুঃখ হয়! মহামেডান কর্তারা আর কবে বুঝবেন, খেতে বসে মুখে ভাত নিয়ে চোখের জল পড়ে নোনা হয়ে যাওয়া ভাত খাওয়ার কষ্ট! মুখের ভাত টুকু গিলতে না পারার মতো কষ্টটা কি বুঝতে পারবেন ফাইভ স্টারে হোটেলে বসে থাকা ববি, কামার'রা!

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ৬ প্রশ্নের উত্তর দিলেন দুই দেশের সাবেকেরা

আপনজন ডেস্ক: চারজন ছয়টি করে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বিশেষ কিছু নয়, ভারত-পাকিস্তানের মতো বড় কোনো ম্যাচের আগে যে প্রশ্নগুলো ঘুরেফিরে আসে, সেগুলোই। যেমন এই ম্যাচে সর্বোচ্চ রান আসবে কার ব্যাট থেকে? কে নেবেন সবচেয়ে বেশি উইকেট? এমন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতের দুই সাবেক ক্রিকেটার নভজ্যোত সিং সিধু ও যুবরাজ সিং আর পাকিস্তানের ইনজামাম-উল-হক ও শহীদ আফ্রিদি। চার ক্রিকেটারের উত্তরেই একটা জায়গায় মিল আছে। কেউই নিজের দেশের বাইরের কোনো ক্রিকেটারকে বাছাই করেননি। এই যেমন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক কে হবেন, এই প্রশ্নে শুবমান গিলকে বেছে নিয়েছেন যুবরাজ সিং। সিধুর পছন্দ রোহিত শর্মা।

আর আফ্রিদি ও ইনজামামের পছন্দ একজনই—বাবর আজম। তাঁদের মধ্যে দারুণ ছন্দে আছেন গিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে গিলের সর্বনিম্ন রানের ইনিংসও ছিল ৬০। রোহিতও এই সিরিজে একটি সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। তবে বাবর সেই অর্থে ছন্দে নেই। সর্বশেষ ২১ ইনিংসে কোনো সেঞ্চুরি নেই বাবরের। এই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট কে নেবেন? যুবরাজ মনে করেন, চোট থেকে ফেরা মোহাম্মদ শামিই হবেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। সিধু নির্দিষ্ট করে কোনো বোলারের নাম বলেননি, তবে সাবেক এই ক্রিকেটারের মতে ভারতের কোনো স্পিনারই পাকিস্তান ম্যাচে বেশি উইকেট নেবেন। এই প্রশ্নে আফ্রিদি ও ইনজামাম ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। আফ্রিদি বেছে নিয়েছেন তাঁর জামাতা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে আর ইনজামাম আরেক পেসার হারিস রউফকে।

ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পারফর্ম করবেন কে? যুবরাজ এই প্রশ্নে বলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া আর সিধু ঋষভ পন্তের রানের কথা। আফ্রিদির পছন্দ পাকিস্তান অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান আর ইনজামাম বেছে নিয়েছেন ব্যাটিং পাওয়ারপ্লেতে পাকিস্তানের ভরসা ফখর জামানকে।

কোন তরুণ ক্রিকেটারের ওপর চোখ রাখতে হবে? এখানে সবচেয়ে অবাক করা নাম এসেছে বরুণ চক্রবর্তীর। সিধুর চোখে তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে বরুণের দিকে চোখ রাখতে হবে। অথচ এই স্পিনারের বয়স ৩৩!

হয়তো ভারতের হয়ে ম্যাচ খেলার দিক থেকে বরুণকে তরুণ বলতে চেয়েছেন সিধু। ভারতের হয়ে এই স্পিনার ম্যাচ খেলেছেন ১৯টি। যুবরাজ এখানেও টেনেছেন গিলকে। আফ্রিদি ও ইনজামামের পছন্দ সৌদ শাকিল। টেস্টে পাকিস্তানের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান ওয়ানডেতে এখনো তেমন কিছু করতে পারেননি। ১৭ ম্যাচ খেলে ফিফটি করেছেন ৩টি। বুমরা নেই, ভারতের হয়ে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে মোহাম্মদ শামিকে। বিশেষ করে নতুন বলে। নতুন বলের প্রসঙ্গ উঠলে আবার শাহিন আফ্রিদিকেও মাথায় রাখতে হবে। শামি আর শাহিনের মধ্যে কার প্রভাব ম্যাচে বেশি থাকবে? আফ্রিদি এগিয়ে রাখেননি কাউকেই। ইনজামাম বলেছেন শাহিনের কথা।

মাঠে নামার আগে সব মিলিয়ে এগিয়ে আছে কোন দল? দুবাইয়ের কন্ডিশনের কারণে যুবরাজ এগিয়ে রেখেছেন পাকিস্তানকে। সিধুর চোখে অনেক এগিয়ে ভারত। আফ্রিদি আর ইনজামামও সরাসরি কিছু বলেননি। কোন দল এগিয়ে থাকবে, সেটা সেই দলের শারীরিক ভঙ্গির ওপরই নির্ভর করছে।

অনুশীলনের ফাঁকে নামাজ পড়ছেন আফগান ক্রিকেটাররা। পাকিস্তানে প্রথম দল হিসেবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির অনুশীলন শুরু করেছে তারা।

শেষ হল জাননগর প্রিমিয়ার লিগ সিজন ৯

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন ডেস্ক: শেষ হলো জাননগর প্রিমিয়ার লিগ সিজন ৯। জানা গিয়েছে ৪৫ দিন ধরে চলছে এই প্রিমিয়াম লীগ, আজ তার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল তেহট্টের জাননগর বনফুল স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে। এই খেলার টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীরামপুর ইয়ং স্টার। অপর পক্ষে রাহাত ইলেভেন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্দিষ্ট ১৬ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান করে। পরে ব্যাট করতে নেবে, শ্রীরামপুর ইয়ং স্টার নির্দিষ্ট ১৬ ওভারের শেষ বল পর্যন্ত খেলে জাননগর প্রিমিয়ার লীগ সিজন নাইনের ফাইনালে উত্তির্ন হয়। এ দিনের খেলায় উপস্থিত ছিলেন নাজিরপুর পুলিশ তদন্ত শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিধান চন্দ্র দাস। এদিন খেলা দেখার জন্য নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল জাননগর বনফুল স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠ।

দশ জনের রিয়ালকে রুখে দিল ওসাসুনা

আপনজন ডেস্ক: শুরু থেকে সব ঠিকভাবেই এগোচ্ছিল। ওসাসুনার মাঠে প্রথমে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। তবে জুড বেলিংহামের লাল কার্ডের পরই যেন পথ হারায় স্প্যানিশ জায়ান্টরা। শনিবার শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্র হয় ম্যাচ। স্প্যানিশ লা লিগায় এ নিয়ে টানা ৩ ম্যাচ জয়হীন থাকলো অল হোয়াইটরা। এর আগে এস্পানিওলের বিপক্ষে হারের পর অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ড্র করে স্পেনের সফলতম দলটি। ওসাসুনার ঘরের মাঠ এল সদরে এদিন ১৭টির মধ্যে ৬টি শট লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল। অন্যদিকে ১১টি শটের মধ্যে ৪টি লক্ষ্যে থাকে স্বাগতিকদের। ১৫ মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফেডেরিকো ভালভার্দের ডান প্রান্তের দারুণ এক ক্রস থেকে বল জালে জড়ান ফরাসি তারকা। ২১তম মিনিটে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত না দেয়ায় রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। কিছুক্ষণ পর সমতায় ফেরার দারুণ এক সুযোগ তৈরি করেন ওসাসুনা ফরোয়ার্ড আইমার ওরোস। অসাধারণ সেভে জাল অক্ষত রাখেন থিবো কর্তোয়া। ৩২ মিনিটে গোল ব্যবধান বাড়ানোর দারুণ এক সুযোগ হাতছাড়া করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সাত মিনিট পর সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খায় সফরকারীরা। কোনো ফাউল কিংবা ফুটবলীয় কোনো কারণ নয়। রেফারিকে আপত্তিকর মন্তব্য করে বসেন ইংলিশ মিডফিল্ডার বেলিংহাম। এ কারণে তাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। ১-০ গোলে বিরতিতে যায় দু'দল।

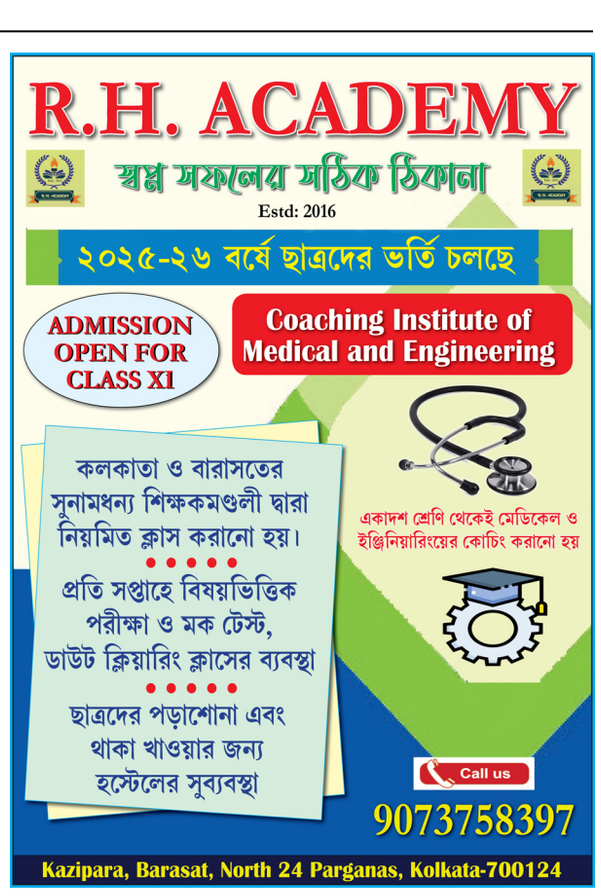

সাগরদিঘীতে ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রবিবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর গোবর্ধন ডাঙ্গা সবুজ সংঘের পরিচালনায় বিরাট ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর আয়োজন হয়, সেই সঙ্গে সবুজ সংঘ ক্লাবের নতুন ঘরের উদ্বোধন হয়। ১৯৬৫ সালের এই ক্লাব বর্তমানে অনেক উন্নত হয়েছে। এদিন কলকাতা ওঁমসাই বাবা এবং সাগরদিঘী এম আর এস গুঁড়ো মসলা দুই দলের মধ্যে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কলকাতা ওঁম সাই বাবা কে হারিয়ে সাগরদিঘী গুঁড়ো মসলা দল জয়ী হন। প্রথম পুরস্কার মারহুম রেজাউল্লাহ সরকার স্মৃতি কাপ সহ একলক্ষ টাকা তুলে দেন এবং দ্বিতীয় পুরস্কার মারহুম রবিউল হাসান স্মৃতি কাপ সহ ৭০ হাজার টাকা তুলে দেন গোবর্ধন ডাঙ্গা সবুজ সংঘ।

এদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে মাঠে উপচে পড়া ভিড় লক্ষকরা গেলো।

উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল,ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার, , জেলা পরিষদের সদস্যা ভারতী হাঁসদা, ইশতিয়াক আহমেদ, ইকবাল হোসেন সহ ক্লাবের সম্পাদক আসিফ আহমেদ (শান্তি), সভাপতি আজমল হক প্রমুখ।

এবার যুক্তরাষ্ট্রেও দল হারালেন সাকিব

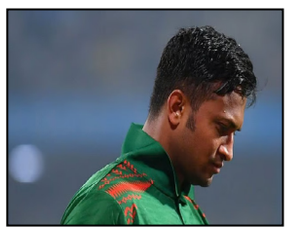

আপনজন: এমনটা নতুন নয়। ক্যারিয়ারের সেরা সময়েই খুব বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজির রিটেইন (ধরে রাখা) খেলোয়াড়ের তালিকায় সাকিব আল হাসানের নাম দেখা যেত না। আর এখন তো তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ার একেবারে শেষের দিকে। সঙ্গে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের জন্য বোলিংটাও করতে পারেন না। এতে যা হওয়ার, সেটাই হয়েছে।

গতকাল মেজর লিগ ক্রিকেটের দলগুলো আগামী মৌসুমের জন্য রিটেইন ক্রিকেটারদের নাম প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্সে খেলা সাকিবকে সামনের মৌসুমের জন্য ছেড়ে দিয়েছে (রিলিজ) দলটি। মাত্র ৩ জন বিদেশি ক্রিকেটার ধরে রেখেছে শাহরুখ খানের দল। নাইট রাইডার্সের দুই ঘরের ছেলে সুনীল নারাইন ও আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার স্পেনসার জনসনকে রেখে দিয়েছে তারা। সাকিবের মতো ছেড়ে দেওয়া খেলোয়াড়ের তালিকায় আছেন জেসন রয়, ডেভিড মিলার, অ্যাডাম জাম্পা। শুধু এঁরাই নন, প্যাট কামিন্স (সান ফ্রান্সেসকো ইউনিকর্নস), ট্রাভিস হেডকেও(ওয়াশিংটন ফ্রিডম) ছেড়ে দিয়েছে তাদের দল। এর কারণটা অবশ্য পারফরম্যান্স নয়। আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। একই সময়েই মাঠে গড়াবে মেজর লিগ ক্রিকেট। তাই টেস্ট রেখে এই লিগে খেলার সুযোগ নেই তাদের। যদিও ওয়াশিংটন ফ্রিডম স্টিভ স্মিথকে ছাড়েনি। সর্বশেষ ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দিলেও সাকিবসহ রিলিজ পাওয়া সব ক্রিকেটারই একই টুর্নামেন্টে, এমনকি একই দলেও আবার খেলতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে ড্রাফটে বিক্রি হতে হবে তাঁদের। এ বছরের এমএলসি প্লেয়ার্স ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। তবে সাকিব দল পান কি না দেখার বিষয়। গত মৌসুমে নাইট রাইডার্সের হয়ে মাত্র ৪ ম্যাচ খেলেছিলেন এই বাঁহাতি। উইকেট নিয়েছিলেন মাত্র ১ টি, রান ৬০। এখন তো বোলিংও করতে পারছেন না। ব্যাটসম্যান সাকিবের প্রতি দলগুলো কি আগ্রহ দেখাবে? সাকিবকে সর্বশেষ মাঠে দেখা গেছে গত বছরের নভেম্বরে, আবুধাবি টি-টেন লিগে। ভারতে লিজেন্ড ৯০ লিগে খেলার কথা থাকলেও সেখানেও তাঁকে দেখা যায়নি। তিনি বাংলাদেশের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন গত অক্টোবরে, টেস্টে ভারতের বিপক্ষে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**